রমজানে ইসরায়েলি খেজুর বয়কট করল ব্রিটিশ মুসলিমরা

সারে-জমিন

বিধায়ক তহবিলের দেড় কোটি টাকায় উন্নয়ন

রূপসী বাংলা

নির্বাচনের আগে নাগরিকত্ব আইন বাস্তবায়ন কেন

সম্পাদকীয়

অভিষেকের উদ্যোগে ৫১৫ স্কুলে হাজার কম্পিউটার

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
১৫ মার্চ, ২০২৪
১ চৈত্র ১৪৩০
৪ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

আতলেতিকোর কাছে হেরে বিদায় ইন্টার মিলানের

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 73 ■ Daily APONZONE ■ 15 March 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

আইএসএফ আট কেন্দ্রে লড়বে, তালিকায় নেই ডায়মন্ডহারবার

আপনজন ডেস্ক: আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে লড়াই করার ঘোষণা করল আইএসএফ। এই আটটি আসনের মধ্যে স্থান পায়নি বহু চর্চিত ডয়মন্ডহারবার।
বামেদের সঙ্গে আলোচনার শেষে ফুরফুরায় আইএসএফের কার্যকরী সভাপতি সামসুর আলি মল্লিক বৃহস্পতিবার আইএসএফ আটটি আসনে প্রার্থী দেওয়ার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা জানান। সেই আটটি কেন্দ্র হল বারাসত, বসিরহাট, মথুরাপুর, যাদবপুর, উলুবেড়িয়া, শ্রীরামপুর, মালদা দক্ষিণ ও মুর্শিদাবাদ। বাম জোটের প্রতি দরজা খোলা রেখে আইএসএফ সিপিএমে নেতৃত্বকে শর্ত দিয়েছে, যাদবপুরে বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যকে প্রার্থী করলে আইএসএফ প্রার্থী দেবে না সেখানে। যদিও সিপিএম যাদবপুরে তাদের প্রার্থী বদলাবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে।
অন্যদিকে, ডায়মন্ডহরাবারে দাঁড়ানোর ব্যাপারে নওশাদ সিদ্দিকী ইচ্ছা প্রকাশ করলেও আইএসএফের নির্বাচনী কমিটি এখনও তাতে সিলমোহর দেয়নি। সূত্রের খবর, আইএসএফ মনে করছে নওশাদ প্রার্থী হলে জোর লড়াই হবে। তবে আইএসএফের আশঙ্কা তাতে ফায়দা পেতে পারে বিজেপি। সেক্ষেত্রে ভুল বার্তা যাতে না যায় তার জন্য ভেবে দেখছে আইএসএফ।

সবচেয়ে বেশি অনুদান পেয়েছে বিজেপি, তার পর তৃণমূল ও কংগ্রেস

আপনজন ডেস্ক: বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশন তার ওয়েবসাইটে নির্বাচনী বন্ডের তথ্য প্রকাশ করেছে। ওয়েবসাইটে ৭৬৩ পৃষ্ঠার দুটি তালিকা আপলোড করা হয়েছে। একটি তালিকায় যারা বন্ড কিনেছেন তাদের তথ্য রয়েছে। দ্বিতীয়টিতে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাপ্ত বন্ডের বিবরণ রয়েছে।
উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের ৫ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ তার রায়ে বলেছিল এসবিআইকে ১২ মার্চের মধ্যে ইলেক্ট্রাল বন্ডের সব তথ্য প্রকাশ করতে হবে। নির্বাচন কমিশনকে ১৫ মার্চ বিকেল ৫টার মধ্যে সব তথ্য সংগ্রহ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। সেই নির্দেশ মেনে এসবিআই তথ্য পেশ করে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে যে শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে তারা এসবিআইয়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত নির্বাচনী বন্ডের তথ্য তাদের ওয়েবসাইটে আপলোড করেছে।
নির্বাচনী বন্ডের ডেটা ১২ এপ্রিল ২০১৯ থেকে ১১ জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত। রাজনৈতিক দলগুলিতে সর্বাধিক অনুদান প্রদানকারী সংস্থা হল ফিউচার গেমিং এবং হোটেল পরিষেবা পিআর, যা ১৩৬৮ কোটি টাকার বন্ড কিনেছে। তারাই সবচেয়ে বেশি অনুদান দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলিকে। বলা হয়, এই অনুদানের কারণেই এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট মার্টিনের সংশ্লিষ্ট কোম্পানিকে নোটিশ পাঠায় যা পরে প্রত্যাহার করা হয়।
মেগা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার কর্পোরেশন নির্বাচনী অনুদানে ৯৮০ কোটি টাকা দান করেছে। এই সংস্থাটি তেলেঙ্গানার কালেশ্বরাম ইরাভাই সেচ প্রকল্প অধিগ্রহণ করেছে বলে জানা গেছে যার মাধ্যমে অর্থ দেওয়া হতে পারে।
বিজেপি সবচেয়ে বেশি অনুদান গ্রহণকারী দল। সামগ্রিকভাবে বিজেপি ১১,৫৬২ কোটি টাকা অনুদান পেয়েছে। তার পরের স্থান তৃণমূল কংগ্রেসের। তৃণমূল কংগ্রেস ৩২১৪.৭ কোটি টাক অনুদান পেয়েছে। আর কংগ্রেস পেয়েছে ২৮১৮.৪ কোটি টাকা।
এছাড়া, যে দলগুলো নির্বাচনী বন্ড নগদ করেছে তাদের মধ্যে রয়েছে আম আদমি পার্টি, অল ইন্ডিয়া আন্না দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কড়গম (এআইএডিএমকে), শিবসেনা, তেলুগু দেশম পার্টি (টিডিপি), যুবজন শ্রমিক রাইথু কংগ্রেস পার্টি (ওয়াইএসআর কংগ্রেস),জনতা দল (সেকুলার) (জেডিএস), ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি), জনতা দল (ইউনাইটেড) (জেডিইউ), রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি), এসপি (সমাজবাদী পার্টি) ও দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কড়গম (ডিএমকে)।
জানা গিয়েছে, বিজেপি একাই ৪৭ শতাংশ ইলেক্টরাল বন্ডের মাধ্যমে অনুদান পেয়েছে। তারা এক কোটি টাকার বন্ড পেয়েছে ৫৮৮৪টি, তৃণমূল কংগ্রেস ১৪৬৭টি, কংগ্রেস পেয়েছে ১৩১৮টি, বিআরএস পেয়েছে ১১৮১টি, বিজেডি পেয়েছে ৭৬৬টি। তবে কারা কোন দরকে কত টাকা দিয়েছে তা অবশ্য জানা যায়নি। এডিআর-এর আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ, যিনি এই ক্ষেত্রে পিটিশন দায়ের করেছিলেন, প্রশ্ন তুলেছিলেন যে এসবিআই অনন্য কোড প্রদান করেনি যা প্রকাশ করবে কে কাকে অনুদান দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, তারা আবার সুপ্রিম কোর্টে কোড সম্পর্কে তথ্যের জন্য যেতে পারেন।
উল্লেখ্য, তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি ২০১৭ সালের বাজেটে নির্বাচনী বন্ড স্কিম চালু করেছিলেন। ক্রেতা ১০০০ টাকা থেকে ১ কোটি টাকার বন্ড কিনতে পারে। গত লোকসভা বা বিধানসভা নির্বাচনে যে দলটিকে এই বন্ডটি দান করা হয়েছিল তার পক্ষে কমপক্ষে ১% ভোট পাওয়া বাধ্যতামূলক ছিল।

কোন দল কত অনুদান পেয়েছে

রাজনৈতিক দল	প্রাপ্তির হার	প্রাপ্ত টাকা (কোটিতে)
বিজেপি	৪৬.৭৪%	১১৫৬২.৫০২২
তৃণমূল কংগ্রেস	১৩%	৩২১৪.৭৬২৮
কংগ্রেস	১১.৩৯%	২৮১৮.৪
বিআরএস	৯.২১%	২২৭৮.৩৭৯৮
বিজু জনতা দল	৬.২৭%	১৫৫০
ডিএমকে	৪.৯৮%	১২৩০
ওয়াইএসআর কংগ্রেস	২.৬৮%	৬৬২

সূত্র: নির্বাচন কমিশন * তালিকা সংক্ষেপিত *আপনজন গ্রাফিক্স*

১৬টি আসনে বামফ্রন্টের প্রার্থী ঘোষণা, তার মধ্যে ১৪ জন নতুন মুখ

আপনজন ডেস্ক: রাজ্য সিপিআইএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট বৃহস্পতিবার লোকসভা নির্বাচনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের ১৬টি আসনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে। কংগ্রেসের সঙ্গে বামফ্রন্টের আসন সমঝোতা যখন চলছে, তখনই এই ঘোষণা এল। কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, ১৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৪ জনই নতুন ও তরুণ। কলকাতা দক্ষিণ থেকে সিপিএমের সায়রা শাহ হালিম, দমদম থেকে সুজন চক্রবর্তী, যাদবপুর থেকে সৃজন ভট্টাচার্য, শ্রীরামপুর থেকে দীপ্তিতা ধর এবং তমলুক থেকে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থী করেছে বামফ্রন্ট।
উল্লেখযোগ্যভাবে, সিপিএম ১৩টি আসনে এবং তাদের শরিকরা তিনটি আসনে প্রার্থী দেবে। বিমানবসু আরও বলেন, বামফ্রন্টের সব নেতাদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের পর ১৬টি আসনে প্রার্থী ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা মাত্র ১৬টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছি। প্রদেশ কংগ্রেসের নেতারা বর্তমানে নয়াদিল্লিতে রয়েছেন তাদের হাইকমান্ডের সঙ্গে কথা বলতে। সুতরাং, তারা ফিরে আসুক এবং তারপরে আমরা আলোচনা করব। দেখা যাক কী হয়। এদিন আসন বন্টন নিয়ে বামফ্রন্টের শরিক দলগুলোর সঙ্গে তর্ক বাধে। আইএএসফের সঙ্গে জোট হচ্ছে কিনা তা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়নি।

বাড়িতে হঠাৎ পড়ে গিয়ে রক্তাক্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা

কপালে ও নাকের উপরে সেলাই দেওয়া হয়েছে

আপনজন ডেস্ক: বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাড়িতে হঠাৎ পড়ে যাওয়ায় মারাত্মকভাবে জখম হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়অ হয়।। এর কয়েক ঘণ্টা পরেই এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে সেলাই ও স্থিতিশীল অবস্থায় ফিরে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
একাধিক সূত্রের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, সন্ধ্যায় কালীঘাটের বাসভবন চত্বরে হাঁটছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। সেই সময়েই সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে যাওয়ায় কপালে চোট পান। ৬৯ বছর বয়সি মমতা পড়ে গিয়ে একটি শোকেসে কপালে আঘাত করেছেন।
কপালের কাটা জায়গা থেকে রক্ত ঝরতে থাকা তৃণমূলের প্রকাশ করা ছবিতে উদ্বেগ ছড়িয়েছে গোটা দেশের রাজনৈতিক মহলে।
পুলিশ সূত্রের খবর, মমতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল-সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের বলেছেন, তিনি হঠাৎ ধাক্কা লেগে পড়ে গিয়েছেন। যদিও এই জল্পনার অবসান ঘটান মমতার ভাই কার্তিকের স্ত্রী কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি প্রকৃত কারণ সম্পর্কে বলেন, কোনওভাবে তিনি পড়ে গিয়েছিলেন।
এসএসকেএমের অধিকর্তা মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ আমাদের হাসপাতালে রিপোর্ট করেন।
তার মস্তিষ্কে আঘাত লেগেছে এবং তার মাথায় ও নাকের উপরে ধারালো আঘাতের চিহ্ন রয়েছে, সেখান থেকে তার প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। প্রাথমিকভাবে, তিনি নিউরোসার্জারি এবং মেডিসিন বিভাগের প্রধানদের দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়েছিল এবং কার্ডিওলজিস্ট, ও তার ভাইটালগুলি স্থিতিশীল ছিল। তার কপালে তিনটি ও নাকের উপরে একটি সেলাই দেওয়া হয়েছে এবং ড্রেসিং করা হয়েছে। আট সদস্যের মেডিক্যাল বোর্ড জানিয়েছে, তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল। তাকে পর্যবেক্ষণের জন্য ভর্তি থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, তবে তিনি বাড়ি যেতে চেয়েছিলেন। তাকে কড়া নজরদারিতে রাখা হবে। আজ ফের তাঁর পরীক্ষা করা হবে এবং সেই অনুযায়ী চিকিৎসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। রাত ৯টা ৪০ মিনিট নাগাদ বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন মমতা।
হাসপাতালের একটি সূত্র রাত ৯.৪৫ মিনিটে একটি সংবাদপত্রকে জানায়, তিনি অসহ্য ব্যথায় রয়েছেন তবে স্থিতিশীল।
মমতার পরিবারের একটি জানিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর পড়ে যাওয়ার পর তাঁর পরিচারক চিৎকার করে বলতে থাকেন, 'দিদি পড়ে গিয়েছেন।
সঙ্গে সঙ্গে মমতার ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে গাড়িতেই হাসপাতালে নিয়ে যান। গাড়িতে রক্তের দাগ ছিল।
অভিষেকের পাশাপাশি এসএসকেএম হাসপাতালে গিয়েছেন অভিষেকের মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, মালা রায়, সুব্রত বক্সী। গিয়েছেন ছোট ভাই বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়ও।
মুখ্যমন্ত্রীকে এসএসকেএমের উডবার্ন ওয়ার্ডের কেবিনে ভর্তি করা হয়েছিল ও তারপর হুইলচেয়ারে করে সিটি স্ক্যানের জন্য সংলগ্ন বাঙ্গুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্সেসের রেডিও ইমেজিং সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।
সূত্রের খবর, সিটি স্ক্যানের রিপোর্টে সঙ্কটজনক কিছু পাননি চিকিৎসকরা। ইসিজি, ইকোকার্ডিওগ্রাম, ডপলার টেস্টের মতো পরীক্ষাও করা হয়েছে।
চোটের খবর ছড়িয়ে পড়তেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গেট-ওয়েল মেসেজ আসতে থাকে।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, সহ-সভাপতি জগদীপ ধনখড়, মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, নবীন পট্টনায়ক এবং এম কে স্ট্যালিন, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী, সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম এবং রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।
মমতা চলে যাওয়ার পর রাত ১০টা নাগাদ হাসপাতালে পৌঁছন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বসু।

গুজরাতের স্কুলে হিজাব খুলতে বাধ্য করায় অধ্যক্ষ বরখাস্ত

আপনজন ডেস্ক: দশম শ্রেণির পরীক্ষার আগে মুসলিম ছাত্রীদের হিজাব খুলতে বাধ্য করার অভিযোগে অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ার পর বৃহস্পতিবার একটি বেসরকারি স্কুলের অধ্যক্ষকে পরীক্ষা প্রশাসকের পদ থেকে সরিয়ে দেয় গুজরাত শিক্ষা বিভাগ।
বুধবার গুজরাত সেকেন্ডারি অ্যান্ড হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ডের (জিএসএইচএসইবি) গণিতের প্রশ্নপত্রের ঠিক আগে ভারুচ জেলার আঙ্কলেশ্বর শহরের লায়ন্স স্কুলে এই ঘটনা ঘটে।
অভিভাবকদের অভিযোগের ভিত্তিতে রাজ্য শিক্ষা দফতর তড়িঘড়ি পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রশাসক ইলাবেন সুরাটিয়াকে সরিয়ে দেয়। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা স্বাতী রাওল সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের সঙ্গে বৈঠক করে ব্যবস্থা নেন।
তিনি বলেন, 'আমি সিসিটিভি ফুটেজ দেখেছি এবং অভিভাবকরাও এ বিষয়ে আমার কাছে তাদের আবেদনপত্র দিয়েছেন। আমি ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি এবং পরীক্ষার কেন্দ্রের প্রশাসক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াও শুরু করেছি কারণ আমি অভিযোগের সত্যতা খুঁজে পেয়েছি।
অভিভাবকরা জানান, তাদের মেয়েদেরও পরীক্ষার আগে হিজাব খুলে ফেলার জন্য স্কুলের কর্মীরা চাপ দেয়। ঘটনার পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কান্নাকাটি করেন তাদের মেয়েরা।
অধ্যক্ষ সুরাটিয়া এই পদক্ষেপের পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেছিলেন যে সমস্ত শিক্ষার্থীর মুখের স্পষ্ট ভিডিও রেকর্ডিং নিশ্চিত করা অনুরোধের পিছনে যুক্তি ছিল। নিয়ম অনুযায়ী ভিডিও রেকর্ডিংয়ে সব পড়ুয়ার মুখ স্পষ্ট থাকতে হবে। সেই কারণেই আমরা মেয়েদের পরীক্ষার আগে তাদের (মাথার) স্কার্ফ খুলতে বলেছিলাম যাতে পরীক্ষার সময় আমাদের তাদের বিরক্ত করতে না হয় এবং অন্যরাও বিরক্ত না হয়।
তবে অধ্যক্ষের এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করে রাওল বলেন, "পরীক্ষার সময় কী পোশাক পরতে হবে সে সম্পর্কে বোর্ডের পক্ষ থেকে কোনও নির্দিষ্ট নির্দেশনা বা নির্দেশিকা নেই"।
অভিভাবকদের দ্বারা পর্যালোচনা করা সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে যে স্কুলের মহিলা সুপারভাইজাররা পরীক্ষার প্রোটোকল অনুসারে স্পষ্ট মুখের পরিচয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে পোশাকগুলি সংগ্রহ করার আগে দু'জন মুসলিম শিক্ষার্থীকে তাদের হিজাব খুলে ফেলার অনুরোধ করেছিলেন।
এক অভিভাবক সাংবাদিকদের বলেন, পরীক্ষার আগে স্কুলের প্রিন্সিপাল ও অন্যান্য স্টাফরা আমার নিজের মেয়েসহ ছাত্রীদের হিজাব খুলতে বলে হয়রানি করেন।

প্রথম নজর

বাস বন্ধে বিপাকে মালদার পরীক্ষার্থীরা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বাস বন্ধে বিপাকে পড়ল পরীক্ষার্থীরা। মালদহ বেসরকার বাস এবং টোটো চালকের গোলমালের জেরে বিপাকে পড়লেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকের পরীক্ষার্থীরা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই মালদহে বেসরকারি বাস পরিষেবা বন্ধ রাখেন চালকেরা। ফলে, পরীক্ষা দিতে বেরিয়ে বিপাকে পড়েন পরীক্ষার্থীরা। বুধবার গাজলে বেসরকারি বাসের চালককে মারধরের অভিযোগ উঠেছিল টোটো চালকের বিরুদ্ধে। পথ অবরোধ থেকে পুলিশে অভিযোগও করেন বাস চালকেরা। তবে পুলিশ কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় এ দিন সকাল থেকেই জেলা জুড়ে বেসরকারি বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে। চালকদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা চলছে বলে জানান প্রশাসনের কর্তারা।

ভিন রাজ্যে নাবালক শ্রমিকের মৃত্যু

নকীবউদ্দিন গাজী ● নামখানা

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা ব্লকের দেবনগর এলাকায় বিগত তিন মাস আগে পূর্ণচন্দ্র দাস নামে এক নাবালক ব্যাঙ্গালোরে যায় কাজের উদ্দ্যেশে। পরিবার সূত্রে জানা যায় ব্যাঙ্গালোরে যায় সিটের কাজের জন্য কিন্তু হঠাৎ করে পরশুদিন অসাবধানতা বশত পূর্ণচন্দ্র দাস নামে ওই নাবালক আনুমানিক চার তলা থেকে নিজে পড়ে যায়। বিনা সেফটি বেল্টে কাজ করার ফলেই এই দুর্ঘটনা।
পরে তার সঙ্গে থাকা কর্মরত সঙ্গীরা, দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি করে তামিলনাড়ুর একটি হসপিটালে ভর্তি করে। ভর্তি করলে ওখানে কর্মরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে এর পরেই খবর দেওয়া হয় তার গ্রামের বাড়ি পরিবারের লোকজনকে, পরিবারের লোকজন পৌঁছে তার মৃত ব্যাঙ্গালোর থেকে আজ ভোরে তার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসতেই কান্নায় ভেঙে পড়েছে গোটা পরিবার তবে পরিবার থেকে শুরু করে এলাকার মানুষ জনের দাবি এই রাজ্যে যদি কাজ থাকতো তাহলে ভিন রাজ্যে গিয়ে ওই ছেলের কাজ করতে হত না কিংবা মৃত্যু হত না।

বিধায়ক তহবিলের দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে হাসপাতালের উন্নয়ন

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: শান্তিপুর বিধানসভার বিধায়ক তহবিলে দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে হাসপাতালের নবরূপে সৌন্দর্যায়নের কাজ শুরু হল।শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে বিধায়ক তহবিল থেকে, আনুমানিক দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে শান্তিপুর হাসপাতালের নবরূপে সৌন্দর্যায়নের কাজ শুরু হল। ভিত্তিপ্রস্তার স্থাপনের মধ্যে দিয়ে কাজের শুভ সূচনা করলেন শান্তিপুরের বিধায়ক ড: ব্রজ কিশোর গোস্বামী। উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালের সুপার ডা: তারক বর্মন , সহ হাসপাতালের একাধিক আধিকারিকরা।
কাজের শুভ সূচনা প্রসঙ্গে বিধায়ক জানান, হাসপাতাল অত্যন্ত পুরানো এবং তার নির্বাচনী ইশতেহারে হাসপাতালের সার্বিক উন্নয়ন করা তার প্রথম উদ্দেশ্যই ছিল।তাই বিধায়ক তহবিল থেকে আনুমানিক দেড় কোটি টাকা ব্যয় করে শান্তিপুর হাসপাতালের নবরূপে সৌন্দর্যায়নের কাজ শুরু করা হলো।তবে এই কাজটি করা অত্যন্ত আবশ্যিক।তার কারণ হাসপাতালের বিভিন্ন জায়গায় চাঙর খসে পড়া এবং বিল্ডিং এর খারাপ অবস্থার কথা মাথায় রেখে ভবিষ্যতে যেন কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে ,তার আগাম ব্যবস্থা সরূপহাসপাতালের নবরূপে সৌন্দর্যায়ন,যদিও এই সৌন্দর্যায়নের প্রসঙ্গে সুপার ডা: তারক বর্মন বলেন, বিধায়ক অত্যন্ত প্রচেষ্টা করে এত টাকা বরাদ্দ করেছেন হাসপাতালের জন্য এবং সাধারণ মানুষ তথা রোগীদের জন্য।তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ বিধায়ককে ।আগামী দিনে হাসপাতাল আরো উন্নত এবং আধুনিক পরিসেবায় সুসজ্জিত হলে সাধারণ মানুষ অনেকটাই সুবিধা পাবেন। তবে শান্তিপুর হাসপাতালে সিটি স্ক্যান মেশিন প্রয়োজন বলে বিধায়ক জানান ,তার পরবর্তী পদক্ষেপ শান্তিপুর হাসপাতালে একটি সিটি স্ক্যান মেশিন প্রতিস্থাপন করার।

জোরকদমে প্রচারে নেমে পড়লেন সায়নী

জাহেদ মিস্ত্রী ● বারুইপুর

আপনজন: দক্ষিণ ২৪পরগনা বারুইপুর পূর্বে জয়তলা ধোসায় প্রচারে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সায়নী ঘোষ। জয়তলা ধোসা প্রচারে এসে সায়নী ঘোষ বলেন আপনাদের অনেক দাবি আছে এখানেই না আসলে বুঝতে পারতাম না। কেন্দ্রে কোনো টাকা দেয়না, আপনাদের দাবি কি করে পূরণ করব,তিন বছর কেন্দ্র এই রাজ্যে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, আপনারা দিদিকে ভোট দিন, বিজেপি সরকারকে তাড়াতে হবে। আপনাদের অনেক দাবি আছে জানি সবটা পূরণ করতে না পারলেও কিছু কিছু দাবি আমি পূরণ করব ক্ষমতায় এলে।
ভাঙড়ে প্রচার সেরে সোজা বারুইপুর পূর্ব বিধানসভায় এলেন যাদবপুর লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী সায়নী ঘোষ।
এদিন ধোসা হাটে প্রচারে যাবার পথে জয়াতলায় মহিলাদের ভিড় দেখে গাড়ি দাঁড় করিয়ে নেমে আসেন যাদবপুর লোকসভার প্রার্থী সায়নী ঘোষ, তাঁর সঙ্গে ছিলেন বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার।
মহিলাদের মধ্যে প্রার্থী তথা অভিনেত্রীকে পেয়ে সেলফি তোলার ধুম পড়ে যায়। অনেকে এলাকার নানা সমস্যা তুলে ধরেন। কেউ বলেন পরিবহন সমস্যা খারাপ কেউ বা বলেন রাস্তা খারাপ, কাঠের সেতু ভেঙে যাওযায় যাতায়াত করা যাচ্ছে না। প্রার্থী সায়নী ঘোষ সব শুনে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।
এলাকার বাসিন্দাদের আবদারে দু কলি গান ও শোনাতে হয় তাঁকে। প্রচারের ফাঁকে ডাবেও চুমুক দেন প্রার্থী। এরপর জয়নগর এর ধোসা হাট বাজারে মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করেন সায়নী ঘোষ, শেষে তিনি বলেন,মানুষ আমার কাছে পাবে বলেই তাঁদের সমস্যা জানিয়েছে। চাওয়া পাওয়া এর ব্যাপারে ভরসা করেন তাঁরা। আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর প্রতিনিধি হয়ে এসেছি মানুষের কাছে। এতো সাড়া পাচ্ছি আমি অভিভূত।

জঙ্গিপুরে তৃণমূলের প্রস্তুতি সভা

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: কয়েকদিনের মধ্যেই নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হবে। তার আগে একে একে সমস্ত রাজনৈতিক দল নিজেদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করতে শুরু করেছে।
গত ১০ই মার্চ তৃণমূল কংগ্রেস ব্রিগেড সমাবেশ থেকে তাদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে। মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী করা হয় খলিলুর রহমানকে। ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের হয়ে ভোটে লড়ে সাংসদ নির্বাচিত হন খলিলুর রহমান। ২০২৪ এ তাকেই প্রার্থী করেছে দল।
বৃহস্পতিবার জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ প্রস্তুতি সভা করা হয় জঙ্গিপুর রবীন্দ্র ভবনে। প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন

সাংসদ তথা লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী খলিলুর রহমান, রাজ্যের বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী তথা রঘুনাথগঞ্জের বিধায়ক আখরুজ্জামান, রাজ্য তৃণমূলের সম্পাদক তথা নবগ্রামের বিধায়ক কানাই চন্দ্র মন্ডল, রাজ্য তৃণমূলের সহ-সভাপতি মইনুল হক, সুতির বিধায়ক ঈমানী বিশ্বাস, খড়গ্রামের বিধায়ক আশীষ মার্জিত, লালগোলার বিধায়ক মোহাম্মদ আলী, জেলা পরিষদের সভাধীপতি রুবিয়া সুলতানা সহ জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের বিভিন্ন ব্লক ও অন্যান্য শাখা সংগঠনের নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন এদিনের প্রস্তুতি সভায়।

শাহজাহানের ইটভাটা ও মাছের বাজারে তল্লাশি চালাল ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সন্দেশখালি

আপনজন: সন্দেশখালিতে ফের অ্যাকশন মোডে ইডি সাহাজান শেখের বিরুদ্ধে আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত একটি মামলায় তদন্ত চালাচ্ছে ইডি। সেই সূত্র ধরেই এদিন ধামাখালির কাছে একটি মাছের পাইকারি বাজারে তল্লাশি চলছে। সন্দেশখালিতে ফের অ্যাকশনে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসের সাসপেন্ডেড নেতা শেখ শাহজাহানের ইটভাটা ও মাছের বাজারে তল্লাশি চালাচ্ছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা বলে খবর। সূত্রের খবর, এদিন সকাল ৬.৩০ নাগাদ সন্দেশখালি পৌঁছে যায় ইডির দুটি দল। সঙ্গে আধাসেনার জওয়ানরাও। দুটি দলে বিভক্ত হয়ে তল্লাশি চালাচ্ছেন গোয়েন্দারা। রেশন দুর্নীতিতে অভিযুক্ত শাহজাহান শেখের বিরুদ্ধে আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত একটি মামলায় তদন্ত চালাচ্ছে ইডি। সেই সূত্র ধরেই এদিন ধামাখালির কাছে একটি মাছের পাইকারি বাজারে তল্লাশি চলছে। এই বাজারের অন্যতম অংশীদার নজরুল মোল্লার বাড়িতেও হানা দিয়েছেন ইডি আধিকারিকরা।

জানা গিয়েছে, সন্দেশখালিতে নদীর পারেও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। শাহজাহানের ইটভাটাতেও তল্লাশি চালাচ্ছেন গোয়েন্দারা। ইডির দাবি, চিংড়ি ব্যবসা এবং ইটভাটার কারবারের আড়ালে রেশন দুর্নীতির কালো টাকা সাদা করা হয়েছে। সম্প্রতি আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত ব্যবসায় 'অনিয়ম' নিয়ে নতুন একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তার ভিত্তিতেই শুরু হয় তদন্ত। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি এই মামলার তদন্তে হাওড়া, কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা-সহ মোট ছ'জায়গায় হানা দেন ইডি আধিকারিকেরা। উল্লেখ্য, ইডি আধিকারিকদের উপর হামলার অভিযোগে গত মাসে শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করেছে রাজ্য পুলিশ। বর্তমানে সিবিআই হেফাজতে সন্দেশখালির 'বাঘ'। গত সোমবার নিজাম প্যালেসে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁর 'ডান হাত' জিয়াউদ্দিন মোল্লা-সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। ইডি আধিকারিকদের উপর হামলার দিন তাঁকে ফোনও করেছিলেন শাহজাহান।
মোবাইলের কল লিস্ট ঘেঁটে এই তথ্য উদ্ধার করেছে সিবিআই। কল লিস্ট ও ভিডিও ফুটেজ দেখে এদিন শাহজাহানের তিন সহযোগীকে তলব করেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। সব মিলিয়ে সন্দেশখালির ঘটনা যেন শিরোনামেই রয়ে গেল।

নদীকৃত্য দিবসে স্বাক্ষর সংগ্রহ

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: লোকসভা ভোটের ইস্যু হোক দক্ষিণ দিনাজপুরের নদী। আত্রেয়ী, পুনর্ভবা, টাঙ্গন, যমুনা,ইছামতি, শ্রীমতি নদী উঠে আসুক সমস্ত ভোটপ্রার্থীদের বক্তব্যে, রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইস্তাহারে। তারা দায়বদ্ধতা দেখাক নদী ও প্রকৃতির প্রতি। এই মর্মে বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবসে বালুরঘাটের থানা মোড়ে স্বাক্ষর সংগ্রহ করল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা। সংস্থার সম্পাদক তুহিন শুভ্র মণ্ডল, সদস্য সঙ্গীত কুমার দেব, বিজন কৃষ্ণ সরকার, কিঙ্কর দাসরা স্বাক্ষর সংগ্রহ করলেন। প্রথম দিনে প্রায় পঞ্চাশ জন স্বাক্ষর করেছে। তুহিন জানান 'ধারাবাহিক ভাবে স্বাক্ষর সংগ্রহ চলবে। আমরা প্রতিটি রাজনৈতিক দলের ভোটপ্রার্থীদের হাতে স্বাক্ষর সম্বলিত আবেদনপত্র তুলে দেবো।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কর্মতীর্থে স্যানিটারি ন্যাপকিন তৈরি করা হবে

সেখ মহম্মদ ইমরান ● কেশপুর

আপনজন: কেশপুর কর্মতীর্থে স্যানিটারি ন্যাপকিন প্রস্তুত করবে ব্লকের স্ব সহায়ক দলের মহিলারা। বৃহস্পতিবার দুপুর দুটো নাগাদ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক মৌমিতা সাহা। কেশপুর বাজার সংলগ্ন ওই কর্মতীর্থে এই উপলক্ষে ঐদিন একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে অতিরিক্ত জেলাশাসক ছাড়াও ছিলেন ডিআরডিসির প্রজেক্ট ডিরেক্টর গোবিন্দ হালদার, কেশপুর ব্লকের বিডিও কৌশিষ রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চিত্তরঞ্জন গড়াই, জেলা পরিষদের দলনেতা মহম্মদ রফিক, জয়েন্ট বিডিও সৌমিক সিংহ প্রমুখ।
অতিরিক্ত জেলাশাসক জানিয়েছেন-তিনটি স্ব সহায়ক দল ওই কর্ম তীর্থের একটি অংশে বসে মেশিনের সাহায্যে স্যানেটারি ন্যাপকিন তৈরি করবেন। কেশপুর ব্লকের তিনটি এলাকার তিনটি সহায়ক দলের মহিলারা এ কাজ করবেন। মূল লক্ষ্য তাদের স্বনির্ভর করা আর্থিক দিক থেকে।গ্রামাঞ্চলে আজও স্যানিটারি ন্যাপকিনের জোগান যথেষ্ট নয়। সেটা কমাতেই এই ব্যবস্থা। এতে স্থানীয় মহিলাদের যেমন রুটি রুজির ব্যবস্থা হবে তেমনই স্বল্প দামে স্বাস্থ্যকর স্যানিটারি ন্যাপকিন পাওয়া যাবে।

'পাশে থাকুন, ঋণ শোধ করব উন্নয়নের মধ্য দিয়ে', বার্তা হাজী নুরুলের

এম মেহেদী সানি ● বসিরহাট

আপনজন: 'দল (তৃণমূল কংগ্রেস) এবারের ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বসিরহাট কেন্দ্রে আমাকে প্রার্থী করেছে, আমি কৃতজ্ঞ, আমার নাম ঘোষণা হতেই বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের সর্বত্র তৃণমূল কংগ্রেসের সকল নেতৃত্ব কর্মী সমর্থকদের মধ্যে কার্যত উৎসবের চিত্র ফুটে উঠেছে, আমি সকলের কাছে ঋণী, আমি সকলের ঋণ পরিশোধ করতে চাই ভোটের লড়াইয়ে জয়লাভ করে উন্নয়নের মধ্য দিয়ে।' বসিরহাটে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই মন্তব্য করেন বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলাম। দলীয় নির্দেশে বৃহস্পতিবার বিএসএসএ মাঠের সভা কক্ষে তৃণমূল বিধায়ক, পৌর চেয়ারম্যান, বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের একাধিক নেতৃত্ব সহ দলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতৃত্বদের নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন তৃণমূল প্রার্থী হাজী নুরুল। সাংবাদিকদের প্রশ্নের

জবাবে তিনি অকপটে জানান জয়ের ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ আশাবাদী। পাশাপাশি এদিন তিনি তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা তুলে ধরে বসিরহাটের সমস্ত মানুষকে তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে থাকার আহ্বান জানান। প্রসঙ্গত চলতি মাসের ২০ তারিখ বসিরহাটের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজী নুরুলের সমর্থনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বসিরহাটের বিএসএসএ ময়দানে সভা করবেন। হাজী নুরুল এ দিন সাংবাদিক সম্মেলন শেষে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা স্থল পরিদর্শন করেন এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে সভা স্থল পরিদর্শনে আসা বসিরহাটের উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন। বসিরহাটে তৃণমূল নেতৃত্বরা একদিকে যখন প্রার্থী নিয়ে প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়তে কর্মসূচি সাজাচ্ছেন ঠিক তখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা কিছুটা হলেও অক্সিজেন জোগাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

রমযানে 'খোলা হাওয়া'র খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: রমযান মাস শুরু হতেই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম এক লাফে অনেকটাই বেড়েছে। ফলে সমস্যায় পড়েছেন দরিদ্র মানুষ। এই পরিস্থিতিতে অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ালো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'খোলা হওয়া'। বৃহস্পতিবার দুপুরবেলা খোলা হাওয়া ও বাঁকুড়া রক্ত যোদ্ধা নামে একটি সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে বাঁকুড়ার হাতিরামপুর সংলগ্ন পাথরডিহি বস্তিতে সহায়-সম্বলহীন মানুষকে চাল, ডাল, চিঁড়ে, তেল, নুন-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় আরও সামগ্রী বিতরণ করা হয়। একইসঙ্গে দুস্থ পড়ুয়াদের খাতা, কলম, পেনসিল, রবার, পেনসিল সার্পনার, স্কেল ইত্যাদি শিক্ষা সামগ্রী উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়। খোলা হাওয়ার তরফেআসিফ রেজা আনসারী জানান, তিনি ছাড়াও সেবাব্রত মিত্র, জাহানারা খাতুন, সুমন ভট্টাচার্য, শামীম আখতার, ফিজা খান, মাইমুন নিশা ও আরও অনেকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি সকল দাতা ও স্বেচ্ছাসেবীর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

যৌথ মঞ্চের আহ্বানে নবান্ন অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের যৌথ মঞ্চ-এর আহ্বানে বৃহস্পতিবার নবান্ন অভিযানের ডাক দেওয়া হয়। দুপুরে হাওড়া ফেরিঘাটে জমায়েত ডাকা হয়। বিভাজনের রাজনীতি বন্ধ হোক, রাজ্যে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, শূণ্য পদে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ, অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ, বকেয়া ৩৬ শতাংশ মহার্ঘভাতা ও মহার্ঘ রিলিফের দাবিতেইএই নবান্ন অভিযানের ডাক দেওয়া হয়।

অন্ধ্রপ্রদেশে আটকে পড়া ৬ পরিযায়ী শ্রমিককে বাড়িতে ফেরাল সিটু

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: অন্ধ্রপ্রদেশে আটকে পড়া ৬ পরিযায়ী শ্রমিককে বাড়িতে ফেরাল বাম শ্রমিক সংগঠন সিটু । অন্ধ্রপ্রদেশে একটি মাছের খামারে আটকে রাখা এ রাজ্যের ৬ পরিযায়ী শ্রমিককে উদ্ধার করে তাঁদের বাড়িতে ফিরিয়ে দিল বাম শ্রমিক সংগঠন সিটু। গত বুধবার অন্ধ্রপ্রদেশের লেবার কমিশন ও পুলিশের সহযোগিতায় ওই ৬ শ্রমিককে পেড্ডাপুড্ডি এলাকার বেসরকারি মাছের খামার থেকে উদ্ধার করে এ রাজ্যের ট্রেনে চাপিয়ে দেয় অন্ধ্রপ্রদেশের সিটু নেতৃত্ব । গতকাল সন্ধ্যায় ওই ৬ পরিযায়ী শ্রমিককে বাঁকুড়া স্টেশনে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁদের বাড়িতে ফেরানোর ব্যাবস্থা করে বাঁকুড়া জেলা সিটু নেতৃত্ব।
বাঁকুড়ার শালতোড়া থানার গোগড়া ও পার্শ্ববর্তী হরিপুর গ্রামের ৬ শ্রমিক বেশ কিছুদিন আগে কাজের খোঁজে এক দালালের মাধ্যমে অন্ধ্রপ্রদেশে যায়। মাছের খামারে মাথাপিছু মাসিক ১৫ হাজার টাকা মজুরী দেওয়ার লোভ দেখানো হলেও পেড্ডাপুড্ডিতে একটি মাছের খামারে পৌঁছানোর পর এই শ্রমিকরা জানতে পারেন ১৫ হাজার তাঁদের মাথাপিছু মাসিক ১২ হাজার টাকা বেতন দেওয়া হবে। প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরেও ওই ৬ শ্রমিক স্থানীয় একটি বেসরকারি মাছের খামারে কাজে যোগ দেন। এরপর থেকেই ওই শ্রমিকদের উপর অত্যাচার শুরু হয় বলে অভিযোগ। ক্রিতদাসের মতো সুর্যোদয় থেকে সুর্যাস্ত পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করানো হত তাঁদের। বিশ্রাম চাইলেই মিলত ধমক। খাবার দেওয়া হত আধপেটা। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে শ্রমিকদের কারো কারো মোবাইলও কেড়ে নেওয়া হয়। এভাবে আটকে পড়ার খবর কোনোভাবে টেলিফোনে শ্রমিকরা তাঁদের পরিবারের কাছে জানায়। দিশেহারা পরিবার এই খবর পেয়ে প্রথমে স্থানীয় তৃনমূল নেতাদের কাছে ছুটে যায়। তৃনমূল নেতারা বিষয়টি থানায় জানানোর পরামর্শ দিয়ে দায় সারে। পরে পরিবারগুলি থানায় হাজির হলে অভিযোগ শুধুমাত্র তাদের আশ্বাস দিয়েই ক্ষান্ত থাকে পুলিশ। এরপর পরিবারগুলি বাম শ্রমিক সংগঠন সিটুর বাঁকুড়া জেলা নেতৃত্বের কাছে হাজির হলে সিটু নেতৃত্ব গোটা বিষয়টি জানায় অন্ধ্রপ্রদেশ সিটু নেতৃত্বকে। অন্ধ্রপ্রদেশ সিটু নেতৃত্ব স্থানীয় লেবার কমিশনে অভিযোগ দায়ের করে পুলিশ ও লেবার কমিশনের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে হানা দেয় ওই মাছের খামারে। মূলত তাঁদের উদ্যোগেই বকেয়া বেতন সহ ৬ পরিযায়ী শ্রমিককে উদ্ধার করে এ রাজ্যের ট্রেনে তুলে দেয় অন্ধ্রপ্রদেশ সিটু নেতৃত্ব। ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে আটকে পড়ার পর এভাবে নিজের বাড়িতে ফিরতে পেরে স্বাভাবিক ভাবেই খুশি পরিযায়ী শ্রমিকরা। সিটু নেতৃত্বের দাবী এ রাজ্যে কাজ নেই। তাই দলে দলে মানুষ ভিনরাজ্যে কাজের খোঁজে যাচ্ছে। সেই পরিযায়ী শ্রমিকরা বিপদে পড়লে তাদের সাহায্য করা তো দূরের কথা পরিযায়ী শ্রমিকদের সঠিক তথ্য নেই পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসভিইপ কর্মসূচি

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: বৃহস্পতিবার উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের বহিরা অঞ্চলের আমশা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে "এসভিইপ" কর্মসূচি নেওয়া হয়। উল্লেখ্য,পদ্ধতিগত ভোটারদের শিক্ষা এবং নির্বাচনী অংশগ্রহণের কর্মসূচি, যা এসভিইপ নামে বেশি পরিচিত।এটি হল,ভারতের নির্বাচন কমিশনের ভোটার শিক্ষা, ভোটার সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া এবং ভারতে ভোটার সাক্ষরতা প্রচারের জন্য ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম। এদিন আমশা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নির্বাচনী সার্বভৌমত্বের ওপর ক্যুইজ,অঙ্কন প্রতিযোগিতা,নৃত্য ও গান পরিবেশন করে ছাত্র-ছাত্রীরা।পাশাপাশি নির্বাচনী বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখে পড়ুয়ারা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শর্বাণী ঘোষ দে বলেন, প্রশাসনের নির্দেশ মোতাবেক আমরা বিদ্যালয়ে নির্বাচনী সার্বভৌমত্বের ওপর পাঠ দিই পড়ুয়াদের। উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক জানান,এসভিইপ এই কর্মসূচির মাধ্যমে আগামী লোকসভা নির্বাচনে যাতে আমরা একশো শতাংশই ভোট নিশ্চিত করতে পারি তার জন্যই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

প্রথম নজর

ফ্রান্সে ইমামদের বিরুদ্ধে নয়া সীমাবদ্ধতা আরোপ

আপনজন ডেস্ক: ফ্রান্সে নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে মসজিদের ইমামদের বিরুদ্ধে সীমাবদ্ধতা জোরদার করেছে সেদেশের সরকার।
ফরাসি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেরাল্ড ডারমানিন বলেছেন, মসজিদের ইমামদেরকে অবশ্যই ফরাসি ভাষা শিক্ষা এবং সেক্যুলারিজম বিষয়ক একাধিক কোর্স সম্পন্ন করতে হবে। বিদেশ থেকে ফ্রান্সে ইমাম পাঠানোর সুযোগও চলতি বছর থেকে বন্ধ হয়ে যাবে বলে তিনি জানিয়েছেন।
এর আগে ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সেদেশ থেকে তিউনিসিয়ার একজন ইমাম ও খতিবকে বহিষ্কার করেছে। দীর্ঘ ৪০ বছর সেদেশে বসবাস করার পরও তাকে বহিষ্কারাদেশের সম্মুখীন হতে হয়েছে। বর্তমানে পবিত্র ইসলাম হচ্ছে ফ্রান্সের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম। বিভিন্ন পরিসংখ্যান অনুযায়ী ফ্রান্সে ৫০ থেকে ৬০ লাখ মুসলমান বাস করেন। দেশটির মোট জনসংখ্যা প্রায় ৬ কোটি ৭০ লাখ।

মসজিদ থেকে বাড়ি ফেরার পথে স্কটল্যান্ডে এক কিশোরকে ছুরিকাঘাত

আপনজন ডেস্ক: নামাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে যুক্তরাজ্যে এক মুসলিম কিশোরকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। তাঁর ওপর হামলার পর রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। ১৩ বছর বয়সী ওই পাকিস্তানি কিশোর গ্লাসগোর কুইন্স পার্কের একটি মসজিদ থেকে সন্ধ্যার নামাজ শেষে বাড়ি ফিরছিল, তখন তার ওপর হামলা চালানো হয়। গ্লাসগো স্কটল্যান্ডের বৃহত্তম এবং যুক্তরাজ্যের তৃতীয় বৃহত্তম শহর।
গত শুক্রবার (৮ মার্চ) এই ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় এক কিশোরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে বলে বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। ঘটনার পর ১৩ বছর বয়সী ওই কিশোরকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার অবস্থা গুরুতর হলেও স্থিতিশীল রয়েছে বলে জানা গেছে। পুলিশ পার্কের আশপাশে অবস্থিত সিসিটিভি ক্যামেরা ব্যবহার করে হামলার তদন্ত শুরু করে বলে ভুক্তভোগী পরিবারের এক বন্ধু আলেশা এনতায়োম্বা জানিয়েছেন।
তিনি আরো জানিয়েছেন, পরিবারটি চাচ্ছে ন্যায়বিচারের মাধ্যমে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে। কারণ যে কেউ এই পরিস্থিতিতে পড়তে পারে।
আলেশা আরো বলেছেন, ছেলেটি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। তার পিঠে এবং সারা শরীর ছুরির আঘাতে কেটে গেছে।
সে তার জীবন বাঁচাতে দৌড় দিয়েছিল ঘটনার সময়। ছুরির একটি আঘাতে তার ফুসফুস পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একটি পরিবার প্রথমে ছেলেটিকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশ ও অ্যাম্বুল্যান্সে ফোন দেয়। বর্তমানে সে হাসপাতালে রয়েছে এবং তার একাধিক অস্ত্রোপচার করা হবে। ছেলেটি প্রচণ্ড যন্ত্রণা ও মানসিক চাপে রয়েছে।
ঘটনার পর পুলিশ সার্জেন্ট স্টিফেন পালমার বলেছিলেন, 'হামলার কারণ উদঘাটনের জন্য অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে।' তিনি আরো বলেন, 'কর্মকর্তারা আশপাশের এলাকা থেকে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করছেন এবং এলাকাটির ঘরে ঘরে অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে।'

রমজানে ইসরায়েলি খেজুর বয়কট করল ব্রিটিশ মুসলিমরা

আপনজন ডেস্ক: আসন্ন রমজান উপলক্ষে ইসরায়েলি খেজুর বয়কটের আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত মুসলিমরা। তারা রোজায় সেখানকার মুসলিমদের অবৈধ রাষ্ট্রটির খেজুর না কেনার অনুরোধ জানিয়েছে।
এ বছর রমজান শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাজ্যে খেজুর বিক্রি বেড়েছে বহুগুণে। তবে কেনাকাটায় বেড়েছে সতর্কতা। কেননা ফিলিস্তিনিদের ওপর বর্বর নির্যাতন ও বর্ণবাদী আচরণের প্রতিবাদে ইসরায়েলি খেজুর বয়কট করেছে ব্রিটিশ মুসলিমরা। জানা যায়, প্রতিবছর ইসরায়েলে অন্তত ১ লাখ টন খেজুর উৎপাদিত হয়। যা থেকে অবৈধ দেশটির আয় ১০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার। এই খেজুরের অধিকাংশ বিক্রি হয় রমজান মাসকে কেন্দ্র করে। ইসরায়েলে উৎপাদিত খেজুরের ৫০ শতাংশ রফতানি হয় ইউরোপের বাজারে। আর ব্রিটেনকে ধরা হয় দেশটি থেকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ খেজুর আমদানিকারক দেশ।

নাইজেরিয়ায় রমজানে রোজা না রাখা মুসলমানদের গ্রেফতার করছে পুলিশ

আপনজন ডেস্ক: নাইজেরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় কানো প্রদেশে পবিত্র রমজান মাসে রোজা না রাখা মুসলমানদের গ্রেফতার করছে দেশটির ইসলামিক পুলিশ। বুধবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম বিবিসি।
কানোতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনসংখ্যা রয়েছে এবং এখানে ধর্মনিরপেক্ষ আইনের পাশাপাশি ইসলামি আইনি ব্যবস্থা অর্থাৎ শরিয়া আইনও কার্যকর রয়েছে। আর ইসলামিক পুলিশ 'হিসবাহ' নামে পরিচিত এবং প্রতি বছর রমজান মাসে তারা খাবারের দোকান এবং বাজারে তল্লাশি চালিয়ে থাকে। হিসবাহের মুখপাত্র লওয়াল ফাগে বিবিসিকে বলেছেন, নাইজেরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় কানো প্রদেশের ইসলামিক পুলিশ গত মঙ্গলবার ১১ জন মুসলমানকে গ্রেফতার করেছে। তাদেরকে রমজানের রোজার সময় খাবার খেতে দেখা গেছে। তিনি আরো বলেন, গ্রেফতারকৃত ১১ জনের মধ্যে ১০ জন পুরুষ এবং একজন নারী। বিবিসি জানিয়েছে, গ্রেফতারের পর তারা ইচ্ছাকৃতভাবে আর একটি রোজাও মিস করবে না বলে শপথ করার পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। হিসবাহের মুখপাত্র বলছেন, অনুসন্ধান ও তল্লাশি অভিযান অব্যাহত থাকবে। তবে অমুসলিমরা এই অভিযানের আওতার বাইরে। তিনি আরো বলেন, আমরা অমুসলিমদের গ্রেফতার করি না কারণ এটি (রোজা) তাদের পালন করার বিষয় নয় এবং শুধুমাত্র একটি অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হলেই আমরা অভিযুক্তদের গ্রেফতার করি। আর তা হচ্ছে, যাদের রোজা রাখার কথা সেই সব মুসলমানদের কাছে বিক্রি করার জন্য যারা খাবার রান্না করে। যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাদের সম্পর্কে ইসলামিক পুলিশের এই মুখপাত্র বলেন, তারা এখন থেকে রোজা রাখা শুরুর প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুক্তি পেয়েছে এবং তাদের মধ্যে কারো কারো পরিবার যেন তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করে সে জন্য আমাদের তাদের আত্মীয় বা অভিভাবকদেরও ডাকতে হয়েছিল।

আফগানিস্তানে গত তিন সপ্তাহ ধরে তুষারপাত এবং বৃষ্টিতে কমপক্ষে ৬০ জনের মৃত্যু হয়েছে। দেশটির দুর্যোগ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। আফগানিস্তানে এবারের শীতের সময়টায় বেশ অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করেছে। তবে মৌসুমের শেষের দিকটা সাধারণত এমন একটি সময় আবহাওয়া আরো খারাপ হয়ে যায়। বিশেষ করে আকস্মিক বৃষ্টি ও বন্যায় জনগোষ্ঠীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

শিশুমৃত্যু হ্রাসে রেকর্ড করেছে বিশ্ব: জাতিসংঘ

আপনজন ডেস্ক: আগের তুলনায় পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুর হার অনেকটাই কমে এসেছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের ইন্টার-এজেন্সি গ্রুপ ফর চাইল্ড মর্ট্যালিটি এস্টিমেশন (ইউএনআইজিএমই)। সংস্থাটি বলছে, ২০২২ সালে বিশ্বব্যাপী ৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার এ যাবতকালের মধ্যে সবচেয়ে কম। বুধবার (১৩ মার্চ) এই তথ্য প্রকাশ করে ইউএনআইজিএমই জানায়, এই বছরে (২০২২) বিশ্বব্যাপী শিশুমৃত্যুর সংখ্যা ৪৯ লাখে নেমে এসেছে। তুরস্কের বার্তা সংস্থা আনাদোলু এজেন্সি এই খবর জানিয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মহাপরিচালক টেড্রোস আডানম গেব্রিয়াসিস বলেছেন, 'শিশুমৃত্যুর হার কমানোর ক্ষেত্রে অনেকটাই অগ্রগতি হয়েছে। তবে এখনও প্রতিবছর লাখ লাখ পরিবার শিশু হারানোর যন্ত্রণা ভোগ করে। আর এর অধিকাংশই ঘটে শিশুর জন্মের প্রথম দিনগুলোতে।'
আগের তুলনায় শিশুমৃত্যুর হার কতটা কমেছে, তার পরিসংখ্যান তুলে ধরে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০০০ সালের তুলনায় এই সময়ে বিশ্বব্যাপী ৫ বছরের কমবয়সী শিশুদের মৃত্যুর হার ৫১ শতাংশ কমেছে। ইউএনআইজিএমই জানিয়েছে, বিশেষ করে বিশ্বের বেশ কিছু নিম্ন এবং নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে শিশুমৃত্যুর হার বেশ কমেছে। এরমধ্যে কম্বোডিয়া, মালাউই, মঙ্গোলিয়া এবং রুয়ান্ডার কথা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়, ২০০০ সালের তুলনায় এই দেশগুলোতে শিশু মৃত্যুর হার কমেছে প্রায় ৭৫ ভাগের মতো। এর পেছনে ধাত্রী এবং দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীদের অবদানের কথা স্বীকার করেছেন জাতিসংঘ শিশু তহবিলের (ইউনিসেফ) নির্বাহী পরিচালক ক্যাথরিন রাসেল। উল্লেখ্য, ২০২২ সালে বিশ্বে ৫ বছর বয়সের আগে মারা যাওয়া ৪৯ লাখ শিশুর প্রায় অর্ধেকই ছিল নবজাতক। এছাড়াও এই সময়ে ৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী শিশু ও তরুণ মারা গেছে আরো ২১ লাখ। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, এই মর্মান্তিক জীবনের ক্ষতি প্রাথমিকভাবে প্রতিরোধযোগ্য বা চিকিৎসাযোগ্য। কেননা, অকাল জন্ম, জন্মের সময় জটিলতা, নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া এবং ম্যালেরিয়া মতো প্রতিরোধ্যযোগ্য কারণে তাদের মৃত্যু হয়েছে। উচ্চমানের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করা গেলে আরও অনেক জীবন বাঁচানো যেতো বলেও প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ করা হয়।

উৎক্ষেপণের পরপরই জাপানের স্পেস ওয়ান রকেটে বিস্ফোরণ

আপনজন ডেস্ক: উৎক্ষেপণের কয়েক সেকেন্ড পরই বিস্ফোরিত হলো জাপানের স্পেস ওয়ানের একটি রকেট। বুধবার পশ্চিম জাপানের ওয়াকায়ামা অঞ্চলে কোম্পানির লঞ্চ প্যাড রকেটটি উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল।
লাইভ ফুটেজ দেখা যায়, উৎক্ষেপণের কয়েক সেকেন্ড পরই কঠিন-জ্বালানিযুক্ত রকেটটি বিস্ফোরিত হয়ে দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় ধোঁয়া ছড়াচ্ছে। এক বিবৃতিতে স্পেস ওয়ান বলেছে, প্রথম কাইরোস রকেটের উৎক্ষেপণ সম্পন্ন করা হয়েছিল। তবে আমরা ফ্লাইটটি বাতিল করার একটি ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, এ বিষয়ে বিস্তারিত তদন্ত চলছে। জ্বলন্ত ধ্বংসাবশেষ আশপাশের পানির ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল। কাছাকাছি দর্শনার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকাগুলোতে জড়ো হয় শত শত দর্শক।
জানা গেছে, একটি স্যাটেলাইটকে কক্ষপথে পাঠানোর লক্ষ্যে কাইরোস নামের ১৮ মিটার দীর্ঘ রকেটটি উৎক্ষেপণ করা হয়।
পাবলিক ব্রডকাস্টার এনএইচকেকে এক বয়স্ক ব্যক্তি বলেন, এটি নিয়ে আমার উচ্ছ্বাস বেশি ছিল। তাই আমি হতাশ। আমি জানতে চাই কী হয়েছে। একটি নতুন রকেট সিস্টেম চালু করার প্রাথমিক প্রচেষ্টায় ব্যর্থতার ঘটনা সাধারণ বিষয়। এমনকি এটি প্রায় প্রত্যাশিত। তবে স্পেস ওয়ানের এ ব্যর্থতা জাপানের সম্ভাব্য লাভজনক বাণিজ্যিক স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের বাজারে প্রবেশের প্রচেষ্টাকে একটি বড় ধাক্কা দিয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মঙ্গলকে উপনিবেশ না করে পৃথিবীকে রক্ষা করুন: ওবামা

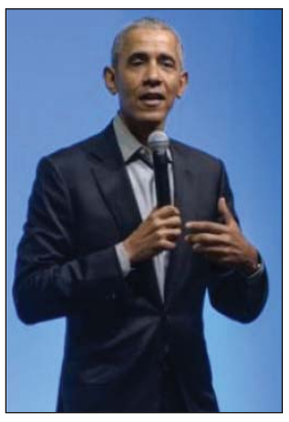

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বুধবার বলেছেন, মঙ্গল গ্রহের উপনিবেশ করার স্বপ্ন দেখার আগে মানবতাকে অবশ্যই পৃথিবীকে রক্ষা করতে হবে। এমনকি পৃথিবীতে পারমাণবিক যুদ্ধ এবং লাগামহীন জলবায়ু পরিবর্তন হলেও পৃথিবীর তুলনায় লাল গ্রহটি বাসযোগ্য হতে পারে না।
ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে একটি নবায়ণযোগ্য জ্বালানি সম্মেলনে বক্তৃতাকালে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট সিলিকন ভ্যালির উল্লেখ করে বলেন, 'সেখানে অনেক ধনকুবের রয়েছেন, যাদের মধ্যে অনেকেই মহাকাশযান তৈরি করছেন' যা মানুষকে মঙ্গল গ্রহে নিয়ে যেতে পারে।
'কিন্তু যখন আমি শুনি যে কিছু লোক মঙ্গল গ্রহে উপনিবেশ স্থাপনের পরিকল্পনার কথা বলছে কারণ পৃথিবীর পরিবেশ এতটাই অবনতি হতে পারে যে এটি বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে, তখন আমি তাদের দিকে তাকাই, আপনি কী বলছেন?'
ওবামা বলেন, 'এমনকি পারমাণবিক যুদ্ধের পরেও, পৃথিবী মঙ্গল গ্রহের চেয়ে বেশি বাসযোগ্য হবে, এমনকি যদি আমরা সিসি (জলবায়ু পরিবর্তন) সম্পর্কে কিছু না করি তাহলেও এতে অক্সিজেন থাকবে, যতদূর আমরা বলতে পারি, মঙ্গল গ্রহে নেই।'
'আমি বরং আমাদের এখানে এই গ্রহের যত্ন নেয়ার জন্য বিনিয়োগ করব'- এ কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, মহাকাশ অনুসন্ধান মানবতার জন্য নতুন বসবাসের স্থান তৈরি করার পরিবর্তে জ্ঞান এবং আবিষ্কার সংগ্রহের জন্য হওয়া উচিত।'
তিনি বলেন, 'আমাদের এ জায়গাটির জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল এবং আমরা যদি জায়গাটিকে এমনভাবে রাখি যাতে বাসযোগ্য হয়, তাহলে এটি ভালো হবে।'
ঘণ্টাব্যাপী আলোচনায় ওবামা ২০০৯ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে হোয়াইট হাউসে তার জলবায়ু রেকর্ড নিয়ে আলোচনা করেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫০ মি.

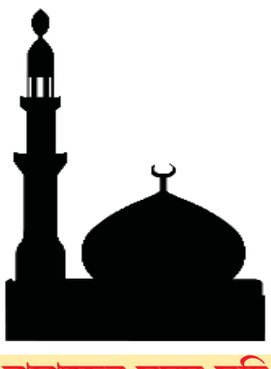

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২৪	৫.৪৫
যোহর	১১.৫১	
আসর	৪.০৫	
মাগরিব	৫.৫০	
এশা	৭.০০	
তাহাজ্জুদ	১১.০৮	

অস্ট্রেলিয়ায় সোনার খনিতে ধস, নিহত ১

আপনজন ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন থেকে পশ্চিমে ১০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বালুরাট এলাকার একটি সোনার খনিতে পাথড়র ধসে একজন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, বুধবার ঘটনার সময় খনিতে বহু শ্রমিক কাজ করছিলেন। ২৯ জন শ্রমিক খনির ভিতর নিরাপদ খাঁজে আশ্রয় নেন। কিন্তু দুইজন শ্রমিক পাথরে আঘাতপ্রাপ্ত হন। একজনকে পরে উদ্ধার করে হেলিকপ্টারে করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু অন্যজনকে মৃত পাওয়া যায়।

সেনাতে নারীদের নিয়োগ বাধ্যতামূলক করছে ডেনমার্ক

আপনজন ডেস্ক: সেনাবাহিনীতে প্রথমবারের মতো নারীদের বাধ্যতামূলক যোগদানের বিধি কার্যকরের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে ইউরোপের দেশ ডেনমার্ক। একই সঙ্গে সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলকভাবে কাজ করার মেয়াদও বাড়ানো হবে।
বৃহস্পতিবার (১৪ মার্চ) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম বিবিসি।
ডেনমার্কে বর্তমানে শুধু পুরুষদের জন্য বাধ্যতামূলক নিয়োগের বিধি চালু আছে। অর্থাৎ দেশের নারীরা নিজেদের ইচ্ছায় সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে পারেন। তবে এখন ডেনমার্ক সরকার ২০২৬ সাল থেকে নারীদেরও বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে যোগদানের বিধি কার্যকরের পরিকল্পনা করছে।
এ বিধি কার্যকর হলে ডেনমার্ক হবে সেনাবাহিনীতে নারীদের নিয়োগ বাধ্যতামূলক ঘোষণা করা তৃতীয় ইউরোপীয় দেশ। অপর দুটি দেশ হলো নরওয়ে ও সুইডেন।
নারীদের নিয়োগ বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি ডেনমার্ক সামরিক খাতে তাদের ব্যয়ও বাড়াতে যাচ্ছে। দেশটি সামরিক খাতে ন্যাটোর লক্ষ্যমাত্রা পূরণে আগামী পাঁচ বছর তাদের বরাদ্দ বাড়িয়ে প্রায় ৬০০ কোটি ডলার করতে চাইছে।
ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেন বলেছেন, সরকার পুরোপুরি লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করতে চাইছে। আমরা নিজেদের নতুন করে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করছি মানে এই নয় যে আমরা যুদ্ধ চাই। আমরা আমরা এটি করছি কারণ আমরা যুদ্ধ এড়াতে চাই।

পুলিশ হয়রানির 'বিরল প্রতিবাদ' চিনের সাংবাদিকদের

আপনজন ডেস্ক: ভয়াবহ বিস্ফোরণস্থল থেকে চীনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের দূরে ঠেলে দেওয়ার ভিডিও প্রকাশের পর পুলিশি হয়রানির 'বিরল প্রতিবাদ' জানিয়েছে দেশটির সাংবাদিক সংগঠন।
বুধবার সন্ধ্যায় প্রকাশিত এক বিবৃতিতে কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থিত অল-চায়না জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন (এজেসিএ) বলেছে, 'বৈধ সাক্ষাৎকার একজন সাংবাদিকের অধিকার।'
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জনমত নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বাভাবিক পদ্ধতিতে সাংবাদিকদের দায়িত্ব পালনে নির্মমভাবে বাধা দেওয়া উচিত নয়।
খবর অনুসারে, উত্তরাঞ্চলীয় হেবেই প্রদেশে বিস্ফোরণের ঘটনাস্থল থেকে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের দুই সাংবাদিককে রিপোর্ট করতে বাধা দেওয়ার ভিডিও প্রকাশের পর এই অস্বাভাবিক প্রতিবাদ এলো।
একটি রেস্তোরাঁয় গ্যাস লিকের জেরে বিস্ফোরণের সূত্রপাত হয় বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এই ঘটনায় দুইজন নিহত ও ২৬ জন আহত হন।
একটি ভিডিওতে ইউনিফর্ম পরা এক ব্যক্তিকে সিসিটিভির রিপোর্টার ইয়াং হেইলিং-এর সম্প্রচারে বাধা দিতে দেখা যায়।
একই ভিডিওতে জু নামে আরেক সাংবাদিকবে বলতে শোনা যায়, আমরা তিনজন সাংবাদিক এক ডজন লোক দ্বারা বেষ্টিত। এক ডজন লোক আমাদের ঠেলে দিয়েছে, আসুন এবং দেখুন।

জাতিসংঘের খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রে ইসরায়েলি হামলায় হামাস কমান্ডার নিহত

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ গাজার রাফাহ শহরে একটি খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। ওই হামলায় এক হামাস কমান্ডার নিহত হয়েছে দাবি করেছে ইসরায়েলের।
এ ঘটনায় জাতিসংঘের এক কর্মীসহ আরো ৪ জন নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছেন ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা।
ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, মোহাম্মাদ আবু হাসনা নামের এক হামাস কমান্ডারকে লক্ষ্য করেই সেখানে হামলা চালিয়েছিল তারা।
হাসনা ইসরায়েলি সেনাদের অবস্থান সম্পর্কে হামাসকে গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করতেন। এছাড়া, তিনি মানবিক সহায়তা নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং সেগুলো হামাসের সশস্ত্র যোদ্ধাদের কাছে ভাগ করে দিতেন।
এক বিবৃতিতে হামাস জানিয়েছে, আবু হাসনা গোষ্ঠীটির পুলিশ বাহিনীর সদস্য ছিলেন।
তার হত্যার নিন্দা জানিয়ে এটিকে একটি 'কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ড' বলে উল্লেখ করেছেন গোষ্ঠীটি।
নিহত ওই ৫ জনের মধ্যে আরো একজনকে রাফাহ শহরের নিদাল আল-শেখ ইদের জরুরি বিভাগের প্রধান হিসেবে শণাক্ত করেছে হামাস।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৭৩ সংখ্যা, ১ চৈত্র ১৪৩০, ৪ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি

বিপ্লব

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ চলিতেছে। অর্জুনপুত্র অভিমন্যু ছিলেন তাহার পিতার মতো অপতিরোধ্য বীর। যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে অর্জুনদের প্রতিপক্ষ দুর্যোধনের সেনাপতি দ্রোণাচার্য অভেদ্য চক্রব্যূহ তৈরি করেন। অভিমন্যু এই চক্রব্যূহে প্রবেশের উপায় জানিতেন, কিন্তু উহা ভেদ করিয়া বাহির হইবার উপায় জানিতেন না।

ভয়ংকর যুদ্ধের ময়দানে অভিমন্যু উপায়ান্তর না দেখিয়া ব্যূহে প্রবেশ করেন। প্রতিপক্ষের সহিত প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। কিন্তু প্রতিপক্ষ এমন স্তরে স্তরে ব্যূহের জাল বিছাইয়া রাখিয়াছিলেন যে, সেই জাল ছিন্ন করিয়া ব্যূহ হইতে বাহির হইবার ক্ষমতা মহাবীর অভিমন্যুর ছিল না। তিনি প্রতিপক্ষের বেষ্টনীর মধ্যেই গদাঘাতে নিহত হন। তাত্পর্যপূর্ণ বিষয় হইল, এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শুরুতে অর্জুন যখন যুদ্ধ করিতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগিতেছিলেন, তখন তাহার রথের সারথি শ্রীকৃষ্ণ জানাইয়াছিলেন যে, অর্জুনের এইরূপ দ্বিধা করিবার কোনো কারণ নাই।

কারণ, এই যুদ্ধে অর্জুন নিমিত্ত মাত্র, যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণ সকলকে মারিয়া রাখিয়াছেন এবং অর্জুনদের বিজয় পূর্ব হইতেই সুনির্দিষ্ট করা আছে।

বিদ্বজ্জনেরা এই ক্ষেত্রে বলিতে থাকেন—দেবতারা কোনো বিজয় পূর্বনির্ধারিত করিয়া থাকেন অধর্ম দূর করিয়া সেইখানে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য। কিন্তু মানুষ একই কাজ করে অধর্ম বা দুর্নীতিকে আশ্রয় করিয়া।

একই কাজ মানে কোনো বিজয় পূর্বনির্ধারিত করিয়া দেওয়া। মানুষ যেই হেতু এই কাজটি অধর্ম বা দুর্নীতিকে আশ্রয় করিয়া সম্পন্ন করে, এই জন্য মানুষের ক্ষেত্রে পূর্বনির্ধারিত জয়ের ফল কখনো শুভ হয় না। দুঃখজনকভাবে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই পূর্বনির্ধারিত বিজয় নিশ্চিত করা হয় কথিত গণতন্ত্রের মাধ্যমে। যাহার ভিত্তির ওপর গণতন্ত্র দাঁড়াইয়া থাকে, সেই 'নির্বাচন' ম্যানিউপুলেট করা হয়। এই ব্যাপারে বিশ্বের স্বনামধন্য কিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠান বলিতেছে, নির্বাচন কারচুপির মেকানিজমটা উন্নয়নশীল বিশ্বের কিছু দেশ খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

ক্ষমতাসীন দল তাহার প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, নির্বাচন কমিশনের সহিত যোগসাজশের মাধ্যমে একদম তৃণমূল পর্যন্ত নির্বাচনকে নিজের মতো সাজাইতে পারেন। এমতাবস্থায় যখন বলা হয়, 'আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী নির্বাচন' হইতে হইবে, তখন স্মরণ করিতে হয় অভিমন্যুর কথা—যাহার চারিদিকে জাল বিছানো ছিল, যাহাতে তিনি কিছুতেই চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া বাহির হইতে না পারেন। একইভাবে একটি সুষ্ঠু তথা আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী নির্বাচন করিবার জন্য যেই 'ব্যূহ' ভেদ করিতে হইবে—দৃশ্যত তাহা অসম্ভব বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে।

এবং এই ক্ষেত্রে অভিমন্যুর পরিণতি আমরা জানি। তাহা হইলে কী এখন উপায়? প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক জহির রায়হান তাহার 'জীবন থেকে নেওয়া' চলচ্চিত্রে একটি গান ব্যবহার করিয়াছিলেন—'এ খাঁচা ভাঙব আমি কেমন করে'।

সুষ্ঠু নির্বাচনের যাবতীয় শর্ত যেই 'খাঁচা'য় বন্দি হইয়া গিয়াছে—তাহা ভাঙা সম্ভব নহে বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে। কারণ সামাজিক, পারিপার্শ্বিক ও পরিবেশগত কারণে প্রশাসনে যাহারা থাকেন, সরকারের উপর তাহাদের নির্ভর করিবার বিষয়টিও এত সহজে দুঃসাহসিক হইবার নহে।

বস্তুত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সুষ্ঠুভাবে ক্ষমতার পালাবদলের জন্য যেই শর্ত ও মূল্যবোধ প্রত্যাশা করা হয়—এই দেশগুলি তাহা হইতে শত যোজনপথ দূরেই থাকিয়া যাইতেছে।

তৃতীয় বিশ্বে ক্ষমতাসীনরা অতি দক্ষ, অতি কৌশলী, অভাবিত স্মার্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের ক্ষমতার অপরাহ্ন বেলাকে পিছাইয়া দিতে। ইহা ঠিক যে, এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাইতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে একসময় হয়তো বিপ্লব হইবে, অদমনীয় আন্দোলন হইবে। কিন্তু শান্তি আসিবে কি? দুঃখজনকভাবে, এই ধরনের বিপ্লব ও আন্দোলনে যেই লোকক্ষয়, রক্তক্ষয়, সম্পদক্ষয় হইবে—তাহার তো কোনো প্রয়োজন ছিল না।

লোকসভা নির্বাচনের আগে নাগরিকত্ব আইন বাস্তবায়ন কেন

গত সোমবার সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) বাস্তবায়ন করেছে কেন্দ্রীয় সরকার, আইনটি পাস হওয়ার চার বছর পর। আইনটি নিয়ে প্রচুর আইনি বিবাদ আছে। সেসবের মধ্যে না ঢুকে এই আলোচনায় বোঝার চেষ্টা করব, আইনটি কেন নির্বাচনের সপ্তাহ কয়েক আগে বাস্তবায়ন করা হলো? লিখেছেন **শুভজিৎ বাগচী**।

গত সোমবার সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) বাস্তবায়ন করেছে কেন্দ্রীয় সরকার, আইনটি পাস হওয়ার চার বছর পর। আইনটি নিয়ে প্রচুর আইনি বিবাদ আছে। সেসবের মধ্যে না ঢুকে এই আলোচনায় বোঝার চেষ্টা করব, আইনটি কেন নির্বাচনের সপ্তাহ কয়েক আগে বাস্তবায়ন করা হলো?

আইনটি বাস্তবায়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আসামসহ উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু অংশ এবং পশ্চিমবঙ্গে বিরোধিতা শুরু হয়েছে। বিরোধিতা হচ্ছে কেরালায়, যেখানে ক্ষমতায় রয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া মার্ক্সিস্ট (সিপিআইএম) এবং তামিলনাড়ুতে, যে রাজ্যের ক্ষমতাসীন দল ডিএমকে।

পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালায় আইনটি বিরোধিতার কারণ বড়সংখ্যক মুসলমান ভোটার। সিএএতে সংখ্যালঘু মুসলমান ছাড়া অন্যান্য সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নাগরিকত্ব পাবে। তামিলনাড়ুতে বিরোধিতার প্রধান কারণ মুসলমান সম্প্রদায়ের পাশাপাশি শ্রীলঙ্কার তামিলদেরও নাগরিকত্বের সুযোগ না দেওয়া। এই তিন রাজ্যে এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে যে ধরনের প্রতিবাদ হচ্ছে, তা কিন্তু অন্য রাজ্যে—এমনকি কংগ্রেস-শাসিত রাজ্যেও—এখনো হয়নি।

রাজনৈতিক অঙ্ক

ভারতে মোটামুটিভাবে সবাই ধরে নিয়েছেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট ক্ষমতায় আসতে চলেছে; কারণ, কোনো সংগঠিত বিরোধিতা দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু নরেন্দ্র মোদিকে দেখে সেটা বোঝার উপায় নেই। তিনি যে পরিশ্রম করছেন এবং রোজ যে ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছেন, তা দেখে মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, ২০১৪ বা ২০১৯-এর নির্বাচনে তিনি বা তাঁর দল এত পরিশ্রম করেনি।

বিরোধীদের পেছনে লাগাতার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা লাগিয়ে রাখা হয়েছে, বড় দলের মধ্যে সামান্য চ্যালেঞ্জ যাঁরা ছুড়তে পারতেন, তাঁদের নিজেদের দিকে টেনে নেওয়া হয়েছে, যেমন বিহারে নীতীশ কুমার বা উত্তর প্রদেশে রাষ্ট্রীয় লোক দল। যাঁদের টানা যাচ্ছে না, তাঁরা জেলে, যেমন ঝাড়খন্ডে হেমন্ত সরেন। কিছু ক্ষেত্রে শক্তিশালী বিরোধী দলকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে, যেমন মহারাষ্ট্রে শিবসেনা বা ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি। একেক রাজ্যে একেক কৌশল বিজেপি এমনভাবে নিয়েছে যে বিরোধীদের খেলার মতো তাস বিশেষ নেই।

ব্যক্তিগত স্তরে নরেন্দ্র মোদিকে সারাক্ষণ সর্বত্র দেখা যাচ্ছে। আজ তিনি যুদ্ধবিমানে সওয়ার হচ্ছেন তো কাল সমুদ্রের অতলে গিয়ে হিন্দুরাষ্ট্র খুঁজে বের করছেন। স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক এবং মূল স্রোতের মাধ্যম তাঁকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এটা তাঁকে করতে হচ্ছে কেন—জয় যখন নিশ্চিত?

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আমি এ প্রশ্ন করায় ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এক সাবেক কর্মকর্তা উত্তর দিলেন, 'সম্ভবত ওনাদের টার্গেট (৫৪৩ আসনের মধ্যে) চার শর (৭৪%) ওপরে। তাই বাড়তি পরিশ্রম করতে হচ্ছে।' সঠিক উত্তর।

এ নির্বাচনে শুধু জিততে চাইছে না বিজেপি; তারা চাইছে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এককভাবে পেতে। ভারতের সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় বিজেপি আর কিছুদিনের মধ্যেই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হবে, ধারাবাহিকভাবে ভালো ফলের জন্য। এবার তারা যদি এককভাবে দুই-তৃতীয়াংশ আসন লোকসভায় পায়, তাহলে সংবিধানে নানা পরিবর্তন আনতে পারবে, শরিক দলের ওপরে নির্ভর না করেই। বস্তুত দিন কয়েক আগে বিষয়টা স্পষ্ট করেছেন বিজেপির কর্ণাটকের সংসদ সদস্য অনন্তকুমার হেগড়ে।

সিএএ যদি উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব এবং আংশিকভাবে দক্ষিণ ভারতে ২০১৯-২০ সালের মতো উত্তেজনা তৈরি করতে পারে, তাহলে বিজেপির হিন্দু ভোট আরও জোটবদ্ধ হবে। একাধিক একাডেমিক গবেষণা থেকে দেখা গিয়েছে, রাজ্য ও কেন্দ্রস্তরে গভীর মেরুকরণের লাভ প্রায় সব সময়ই বিজেপি পায়। অন্য দল পেলেও তা সামান্য। মহামূল্যবান প্রশ্ন হচ্ছে, সিএএ কি এ কাজ করতে পারবে?

অনন্তকুমার হেগড়ে বলেছেন, কেন বিজেপির ৪০০ আসন প্রয়োজন? 'অতীতে কংগ্রেস সংবিধানে এমন পরিবর্তন করেছে, যাতে হিন্দুধর্ম গুরুত্ব না পায়। আমাদের এটা পাল্টাতে হবে, ধর্ম বাঁচাতে হবে। লোকসভায় আমাদের ইতিমধ্যেই দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, কিন্তু সংবিধান সংশোধনের জন্য রাজ্যসভায় তা নেই। চার শতাধিক আসন পেলে এটি আমরা অর্জন করব।' অর্থাৎ হিন্দুরাষ্ট্র গড়ার জন্য ৪০০ আসন প্রয়োজন। মন্তব্যটি বিজেপিকে অস্বস্তিতে ফেলেছে। এটিকে সংসদ সদস্যের ব্যক্তিগত মন্তব্য বলে বিজেপি এড়িয়ে গিয়েছে।

৪০০ আসনের সঙ্গে সিএএর কী সম্পর্ক

ভারতে একমাত্র কংগ্রেস ১৯৮৪ সালে চার শতাধিক আসন পেয়েছিল ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাজনিত আবেগে। বিজেপি জানে, ৪০০ আসন পাওয়া প্রায় অসম্ভব। কিন্তু আইন ও আইনসভায় একাধিক পরিবর্তন আনতে ৪০০ আসন প্রয়োজন, যেমনটা বলেছেন কর্ণাটকের সংসদ সদস্য। তাই এই পরিশ্রম। কিন্তু কাজটা কি শুধু পরিশ্রম দিয়েই হবে?

না। এর জন্য এমন একটা ইস্যু তৈরি করা প্রয়োজন, যা রাতারাতি দেশকে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের রাস্তায় নিয়ে যাবে, আবার বিরাট সহিংসতাও হবে না। তাতে ব্যবসা হারানোর আশঙ্কা থাকে।

এই মেরুকরণ ২০১৯ সালে কাশ্মীরের পুলওয়ামায় বিস্ফোরণের কারণে হয়েছিল। এবারে সে রকম ধারালো ইস্যু এখনো নেই।

বিরোধীরা ছত্রভঙ্গ—এ কথা যেমন ঠিক, তেমনই এ কথাও ঠিক যে ১০ বছরের প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার হাওয়া, যাকে ইংরেজিতে বলে 'অ্যান্টি-ইনকামবেন্সি', তা ১০০ কোটি ভোটারের দেশে বিরাট জটিল এবং অনেকাংশে অজানা বিপদ।

সে জন্য প্রয়োজন এমন একটি মাঠপর্যায়ের ইস্যু, যা ভোটাররা অনুভব করবেন, যা দেশকে রাতারাতি মেরুকরণের রাস্তায় নিয়ে যাবে। সিএএ তেমনই ইস্যু। এর ফলে যে রাজ্যে বিজেপি কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তা হলো কেরালা ও তামিলনাড়ু। কিন্তু এ দুই রাজ্যেই তারা প্রায় কোনো আসনই পায় না।

পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে রাজ্যস্তরে প্রায় দেড় দশকের একটা স্বাভাবিক 'অ্যান্টি-ইনকামবেন্সি' আছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি মোটামুটি ভালোই ফল করবে। বিজেপি কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে একমাত্র উত্তর-পূর্ব ভারতে। সেখানে তাদের আসন দু-চারটে কমতে পারে। কিন্তু উত্তর-পূর্ব ভারতের ৭ রাজ্যে মোট আসনের সংখ্যা মাত্র ২৫। এটুকু বিজেপি অন্যত্র পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে।

কিন্তু একটা বড়সংখ্যক আসনে যেখানে বিজেপির জেতার আশা ২০১৯ সালের থেকে 'অ্যান্টি-ইনকামবেন্সি'র কারণে (এবং কিছুটা স্থানীয় বিরোধিতা বৃদ্ধির জন্য) কম—যেমন উত্তর প্রদেশে যেখানে সবচেয়ে বেশি (৮০) আসন রয়েছে—সেখানে রাতারাতি ভোট ২ থেকে ৪ শতাংশ বেড়ে যেতে পারে তীব্র মেরুকরণের কারণে।

সিএএ যদি উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব এবং আংশিকভাবে দক্ষিণ ভারতে ২০১৯-২০ সালের মতো উত্তেজনা তৈরি করতে পারে, তাহলে বিজেপির হিন্দু ভোট আরও জোটবদ্ধ হবে। একাধিক একাডেমিক গবেষণা থেকে দেখা গিয়েছে, রাজ্য ও কেন্দ্রস্তরে গভীর মেরুকরণের লাভ প্রায় সব সময়ই বিজেপি পায়। অন্য দল পেলেও তা সামান্য। মহামূল্যবান প্রশ্ন হচ্ছে, সিএএ কি এ কাজ করতে পারবে?

ফেব্রুয়ারি মাসের ২২ তারিখে উদ্বোধনের তিন সপ্তাহ পরে রামমন্দির নিয়ে বিশেষ আলাপ-আলোচনা হচ্ছে না। মাঝেমধ্যেই মসজিদের নিচে নতুন মন্দির থাকার সম্ভাবনা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে আদালত অনুসন্ধানের অনুমতি দিচ্ছেন বা আদালতে না গিয়েই অনেক সময় মসজিদ ভেঙে ফেলছে স্থানীয় পুরসভা। কিন্তু সংখ্যালঘুদের চাপে রাখায় সংখ্যাগরিষ্ঠরা বা এমনকি মূল স্রোতের প্রচারমাধ্যমও কেমন যেন আর উত্তেজিত হচ্ছে না, যেমনটা তারা অতীতে হতো। অর্থাৎ বিপুল জয়ের জন্য যে বিরাট উত্তেজনা সৃষ্টি করে বিশাল মেরুকরণের প্রয়োজন, তা করে ওঠা যাচ্ছে না। ফলে সিএএ যে এটা করতে পারবেই, তেমন কোনো গ্যারান্টি নেই।

কিন্তু ফুটবলে যেমন জেতার চেষ্টায় মরিয়া ম্যানেজার শেষের দিকে সব তাস খেলে দেন, তেমনই দিচ্ছে বিজেপি। সিএএ নামক তাস ধরে রাখা হয়েছিল, এখন ছাড়া হলো। ফুটবলে যেমন পরিবর্তিত খেলোয়াড় গোল করতে পারবে কি না, তা না জেনেই ম্যানেজার ঝুঁকি নেন, এখানেও তেমনটা করা হলো। যদিও এ ক্ষেত্রে বিজেপি ভেবেছে চার বছর ধরে। আর মাসখানেকের মধ্যেই বোঝা যাবে নাগরিকত্ব আইন গোল করতে পারল কি না।

সৌ: প্র: আ:

থেট তার মাং

মায়ানমারের গৃহযুদ্ধে চিন যেভাবে দুই পক্ষের সঙ্গেই খেলছে

মায়ানমারের নর্দান শান ও রাখাইন রাজ্যে গত বছর ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে ১০২৭ অভিযান শুরুর কিছুদিন পরই লড়াই বন্ধের জন্য চাপ দিতে শুরু করে চীন। এই চাপ সত্ত্বেও মায়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি (এমএনডিএএ), তাং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (টিএনএলএ) ও আরাকান আর্মি (এএ) যৌথ আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে। তাদের অব্যাহত হামলায় জান্তা সরকার বিরাট একটা ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে।

গত ডিসেম্বর মাসে চীন প্রথমবারের মতো জান্তা সরকার ও ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্সের মধ্যে সংলাপের আয়োজন করে। সে সময় বেইজিং জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে লড়াই বন্ধের জন্য চাপ দেয়। সংলাপে মায়ানমারের বিষয়ে চীনের বিশেষ দূত নেং সি সান, জান্তা সরকারের পক্ষে প্রতিনিধিদল এবং এমএনডিএএ ও টিএনএলএর সাধারণ সম্পাদক ও আরাকান আর্মির ডেপুটি কমান্ডার ইন চিফ অংশ নেয়।

জানুয়ারির মাঝামাঝি চীনের কুনমিংয়ে অনুষ্ঠিত তৃতীয় দফা সংলাপে দুই পক্ষ অস্ত্রবিরতির বিষয়ে সম্মত হয়। যদিও এই চুক্তির পরিধি চীনের সীমান্তবর্তী নর্দান শান স্টেটেই সীমাবদ্ধ। এই অস্ত্রবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার আগেই এমএনডিএএ শান স্টেটের বিশাল ভূখণ্ড নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়। তারা সেখানে নিজেদের প্রশাসন চালু করে, যার নাম কোকাং স্বশাসিত অঞ্চল। টিএনএলএ-ও তারা যে পালং স্টেট প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে, সেখানে বিশাল ভূখণ্ডের দখল নিয়ে নিয়েছিল। এমএনডিএএ, টিএনএলএ দুটো সশস্ত্র গোষ্ঠীরই একটা যুদ্ধবিরতি দরকার, যাতে তারা তাদের জয় করে নেওয়া এলাকায় প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এ দুটি গোষ্ঠী এ কারণেই অস্ত্রবিরতিতে সমর্থন দিয়েছে, যাতে নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় জান্তা সরকারের বাহিনী বিমান হামলা ও গোলাবর্ষণ না করে। ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্সের চীনের দিক থেকে আসা চাপে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। সে কারণেও তারা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।

রাখাইনে কোনো অস্ত্রবিরতি চুক্তি হয়নি

নর্দান শান স্টেটেই এই অস্ত্রবিরতি চুক্তি সীমাবদ্ধ। পশ্চিম মায়ানমারের রাখাইন স্টেটে জান্তা সরকারের সঙ্গে আরাকান আর্মির চলমান সংঘাত এর আওতাধীন নয়। জানুয়ারি মাসের ১১ তারিখে যখন অস্ত্রবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, সে সময় আরাকান আর্মি কেবল রাখাইনের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী চিন স্টেটের প্রবেশদ্বার পালাতোয়ার অংশবিশেষ নিয়ন্ত্রণ করছিল। সে কারণে দুই পক্ষের কেউই রাখাইনের অস্ত্রবিরতি নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন বলে মনে করেনি।

দুই মাস পর আরাকান স্টেট এখন পালাতোয়ার সঙ্গে কায়াকটাও, মারাক-উ, মিনবিয়া, পাকতাও, ময়িকন ও পনাগিয়ান শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে।

ব্রাদারহুড জোটের সঙ্গে সামরিক সরকারের চতুর্থ দফা সংলাপ হয়েছে গত ২৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ। সেই আলোচনার সময় আরাকান আর্মি অস্ত্রবিরতির প্রস্তাব নাকচ করে। আরাকান আর্মি আবারও নিশ্চিত করে যে তারা পুরো রাজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ নিতে চায়। আরাকান আর্মি তাদের বাহিনীর মূল অংশটা রাখাইনে নিয়োজিত করলেও তারা তাদের সেনাদের অন্য অংশকে ভিন্ন ভিন্ন ফ্রন্টে নিয়োজিত করেছে। নর্দান শান স্টেটে এমএনডিএও ও টিএনএলএ-র সঙ্গে এবং কাচিন ও শান স্টেটে পিপলসস ডিফেন্স ফোর্স ও কাচিন ইনডিপেন্ডস আর্মির সঙ্গে একসঙ্গে মিলে যুদ্ধ করছে আরাকান আর্মি। নর্দাস শান স্টেটের বাইরে অন্য কোথাও অস্ত্রবিরতির আওতায় নেই আরাকান আর্মি।

গত সংলাপের উদ্দেশ্য ছিল, নর্দান শান স্টেটের অস্ত্রবিরতি আরও কার্যকর করা এবং লড়াইয়ের কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়া চীন-মায়ানমার সীমান্ত বাণিজ্য আবার চালু করা। এই সংলাপে দুই পক্ষই সীমান্ত বাণিজ্য চালুর ব্যাপারে সম্মত হয়, কিন্তু বাণিজ্যপথে সেনা প্রত্যাহারের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেনি। মায়ানমারের জান্তা সরকার বারবার সীমান্ত বাণিজ্যের পথ থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নিতে ব্রাদারহুড জোটকে অনুরোধ করে। কিন্তু, জাতিগোষ্ঠীর জোটের সঙ্গতকারণেই তাদের অধিকৃত ভূখণ্ড থেকে সেনা প্রত্যাহারের কোনো পরিকল্পনা নেই। ১৩০ দিনের বেশি সময় চীনের সঙ্গে মায়ানমারের সীমান্ত বাণিজ্য বন্ধ রয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ১০ থেকে ১৫ মিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য বন্ধ রয়েছে। চীন চায়, বাণিজ্য যেন যত দ্রুত সম্ভব চালু হয়। দুই পক্ষই মে মাসে পরবর্তী মীমাংসায় বসার জন্য দিন ঠিক করেছে।

গত সংলাপে সেনা নামানো ও নর্দান শান স্টেটের সীমানা নির্ধারণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু চলমান অস্ত্রবিরতি বজায় রাখা এবং মায়ানমারে চীনের বিনিয়োগের সুরক্ষা দেওয়া ছাড়া আর কোনো আলোচনা হয়নি।

চীন মনে করে যে মায়ানমারের সেনাবাহিনী ও বিপ্লবীদের মধ্যে লড়াইয়ে কেউ জিততে পারবে না। সে কারণে সমঝোতার ভিত্তিতে এই লড়াইয়ের সমাপ্তি হওয়া প্রয়োজন। যদিও যত দিন গড়াচ্ছে, ততই জান্তা সরকার দুর্বল হয়ে পড়ছে। কিন্তু, তাদের যে খুব শিগগির পতন হবে, সেটা মনে করে না চীন।

চীনের স্বার্থ

মায়ানমারে চীনের কর্মপন্থা তাদের নিজেদের স্বার্থ দিয়ে পরিচালিত হয়। প্রথমত, রাখাইন থেকে নর্দান শান স্টেট পর্যন্ত গ্যাস ও তেলের পাইপলাইনও রয়েছে। এ সরবরাহ কোনোভাবে বাধাগ্রস্ত হলে চীনের ব্যবসার ওপর তার বড় প্রভাব পড়বে। দ্বিতীয়ত, মায়ানমারের সঙ্গে সীমান্তপথে চীনের বাণিজ্যের পরিমাণ পাঁচ বিলিয়ন ডলার। বেইজিং যেকোনো মূল্যে এই ব্যবসা চালু রাখতে চায়। তৃতীয়ত, চীন রাখাইনে যে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল করেছে, তা তাদের বৈশ্বিক বেল্ট অ্যান্ড রোডস উদ্যোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

চীন মনে করে যে মায়ানমারের সেনাবাহিনী ও বিপ্লবীদের মধ্যে লড়াইয়ে কেউ জিততে পারবে না। সে কারণে সমঝোতার ভিত্তিতে এই লড়াইয়ের সমাপ্তি হওয়া প্রয়োজন। যদিও যত দিন গড়াচ্ছে, ততই জান্তা সরকার দুর্বল হয়ে পড়ছে। কিন্তু, তাদের যে খুব শিগগির পতন হবে, সেটা মনে করে না চীন। যুক্তরাষ্ট্র ও তার পশ্চিমা মিত্ররা এবং মায়ানমারের প্রতিবেশী দেশগুলোও একই দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে। প্রতিবেশী দেশগুলো সীমান্তে অস্থিতিশীলতা চায় না। তারা মনে করে, এ ধরনের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি একদিকে যেমন বাণিজ্যের ক্ষতি করে, তেমনি বিপুল সংখ্যক মানুষ বাস্তুচ্যুত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ে।

এ কারণেই আঞ্চলিক দেশগুলো চীনের মধ্যস্থতায় মায়ানমারের জান্তা সরকার ও বিপ্লবীদের মধ্যকার সংলাপকে নীরবে সমর্থন দিচ্ছে। জান্তাপ্রধান বারবার বলে আসছে যে মায়ানমারের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের হস্তক্ষেপ তারা কোনোভাবেই মেনে নেবে না। কিন্তু যখন শক্তিশালী প্রতিবেশী চীনের হস্তক্ষেপের প্রসঙ্গ আসে, তখন তারা কথা বলতে ভয় পায়। এ প্রেক্ষাপটে মায়ানমারের বিপ্লবী শক্তিকে চীনের সঙ্গে সংঘাতে জড়ানো কিংবা বিরোধিতা করার বদলে কীভাবে মানিয়ে চলতে হবে, তার জন্য ঠিক পথটা খুঁজে বের করতে হবে। চলমান পরিস্থিতিকে তাদের নিজেদের অনুকূলে কীভাবে আনা যাবে, সেটা শিখতে হবে। মায়ানমারে যে সংকট বাড়ছে, সেটা নিছক সামরিক বিষয় নয়। রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বিষয়ও।

থেট তার মাং রাজনৈতিক বিশ্লেষক

দ্য ইরাবতী থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ

প্রথম নজর

দোকানে চপ ভেজে বিজেপিকে কুপোকাত করার হুঁশিয়ারি সুজাতার

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ভোট প্রচারে বেরিয়ে বাচ্চাদের সঙ্গে ব্যাট বল খেলে ব্যাট হাতে নিলেন তৃণমূল প্রার্থী সুজাতার। পাশাপাশি প্রচারের মাঝে দোকানে বসে চপ ভাজতেও দেখা গেল সুজাতাকে। সেই সঙ্গে হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপিকে কুপোকাত করার। প্রাক্তন স্বামী-স্ত্রীর লোকসভা নির্বাচন লড়াইয়ে জমজমাট বিষ্ণুপুর। বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সৌমিত্র খাঁনের প্রাক্তন স্ত্রী সুজাতা মন্ডল। দুইদলের প্রার্থী পথ ঘোষণা হতেই ঝাঁপিয়ে ময়দানে নেমেছে দুজনে। এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সুজাতা মন্ডল ইন্দাস ব্লক সভাপতি শেখ হামিদের নেতৃত্বে সমগ্র ইন্দাস বাজারে মিছিলের মধ্য দিয়ে ভোট প্রচার করলেন। কখনো তাকে দেখা গেল বাজারের মাঝখানে দোকানের চপ ভাজতে। কখনো শিশুদের কোলে নিয়ে ইন্দাস বাসীর কাছে ভোট চাইছেন। কখনো বা ফুটবলের শর্ট মেরে দাবী জানালেন খেলা হবে। পাশাপাশি ছোট্ট ছোট্ট খুদে শিশুদের সঙ্গে খেললেন ক্রিকেট। এত কিছুর পর হাতে ব্যাট ঘুরিয়ে বিরোধীদের হুঁশিয়ারি দিতেও দেখা যায় সুজাতা মন্ডলকে। তিনি হাতে ব্যাট ঘুরিয়ে বলেন এভাবেই বিজেপিকে বিদায় করব। বিজেপিকে উদ্দেশ্য করে তিনি আরো বলেন যদি ওরা অস্ত্র দিয়ে আমাদের ভয় দেখায় জানবেন বাংলার ঘরে ঘরে মেয়েরা হাতে ব্যাট ধরবে এইভাবে ব্যাট ঘুরিয়ে বিজেপি হবে কুপোকাত।
এরপর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সুজাতা মন্ডল তেলেভাজা প্রসঙ্গে বলেন তিনি তেলেভাজা করেছেন ইন্দাসবাসীর জন্য কারণ ইন্দাসবাসীকে আরো চাঙ্গা হতে হবে। বাচ্চাদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলার পর তিনি বলেন খেলা জমে গেছে।
তিনি বলেন বিষ্ণুপুরের যিনি বিজেপি সাংসদ তথা বিজেপি প্রার্থী তিনি আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের যে অকাথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছে বলছে চোখ উপড়ে নেবে, আমরা তো বসে থাকবো না মেয়েরা তৈরি আছে। আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক ব্যাটে বলে জবাব দেবো। সমগ্র বিষয় নিয়ে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মুখপাত্র দেবপ্রিয় বিশ্বাস জানান সুজিতা মন্ডল প্রচারে আসার জন্য মিডিয়ার ক্যামেরার সামনে নাটক করছে। মানুষ ওকে ভোট দিয়ে জেতালে সমস্ত এমপি ল্যাডের টাকা লুটে খাবে। হুঁশিয়ারি বিজেপিকে দেখাতে হবে না কারণ অস্ত্র নিয়ে তৃণমূল নেতারা ঘুরে বেড়ায় বিজেপি নেতারা নয়।

টাকি প্রাথমিক স্কুলে শিল্পকলা প্রদর্শনী

পারিজাত মোল্লা ● কলকাতা

আপনজন: খুদে পড়ুয়াদের নিজস্ব হাতে গড়া শিল্পকলা প্রদর্শনী হলো শিয়ালদহ সংলগ্ন টাকি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ে।চলতি সপ্তাহে শতাধিক অভিভাবকদের উপস্থিতিতে স্কুলের ভেতর এই সাংস্কৃতিক সমাবেশ টি ঘটে।
উপস্থিত ছিলেন ১৭ নং সার্কেল এর অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রী সমীর মজুমদার, টাকি বয়েজ স্কুলের এর প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রী পরেশ কুমার নন্দা সর্বপরি টাকি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সুনীতা দাশগুপ্ত সহ অন্যান্য শিক্ষিকারা। রঙের পেন্সিল দিয়ে ছবি আঁকা থেকে বিভিন্ন কবিতা পাঠ।পরিবেশ সচেতনতায় নানান কাটআউট ছিল ক্ষুদে পড়ুয়াদের হাতে।শৈশবের সুপ্ত প্রতিভা কে বিকশিত করা এবং পড়ুয়াদের গতানুগতিক পড়াশোনার বাইরে এক মিলনস্থল গড়ে তোলার জন্য টাকি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কে সাধুবাদ জানিয়েছেন ১৭ নং সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সমীর মজুমদার মহাশয়। এই প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সুনীতা দাশগুপ্ত জানিয়েছেন -" এহেন শিল্পকলা প্রদর্শনীতে ক্ষুদে পড়ুয়াদের বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ কে বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে"।
জানা গেছে পড়াশোনার পাশাপাশি সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশে নানান কর্মসূচি পালন করে আসে এই স্কুল কর্তৃপক্ষ।

সুশীল কর কলেজে আলোচনাচক্র

দীপঙ্কর বৈদ্য ● চম্পাহাটি

আপনজন:বারুইপুরের চম্পাহাটি সুশীল কর কলেজের আইকিউএসি ও বাংলা বিভাগ এবং সোসাইটি অফ বেঙ্গল স্টাডিজ-এর যৌথ উদ্যোগে বুধবার একদিবসীয় আন্তর্জাতিক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। যার মুখ্য বিষয় হলঃ দ্বি-শতবর্ষে মাইকেল মধুসূদন দত্ত। অনুষ্ঠানের স্বাগত ভাষণ দেন সুশীল কর কলেজের অধ্যক্ষ ড. মানস অধিকারী মহাশয়। বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি অভিজিৎ রায় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সনৎকুমার নস্কর মহাশয়। মূল আলোচনা সভার বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মিল্টন বিশ্বাস (চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা) ও অধ্যাপক সৌমিত্র বসু (প্রাক্তন শিশির ভাদুড়ি অধ্যাপক নাটক বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়) এবং অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী (প্রাক্তন ডিন, কলা অনুষদ ও প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়)। আলোচনার সভাপতি ছিলেন - অধ্যাপক বরুণ কুমার চক্রবর্তী (সভাপতি, সোসাইটি অফ বেঙ্গল স্টাডিজ ও এমেরিটাস প্রফেসর, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)।

অভিষেকের উদ্যোগে ৫১৫টি স্কুলে হাজার কম্পিউটার প্রদান

নকীবউদ্দিন গাজী ও বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ডহারবার

আপনজন: সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা এলাকার ৫১৫ টি বিদ্যালয়ে ১ হাজারের বেশি ডেস্কটপ কম্পিউটার প্রদান। বৃহস্পতিবার ডায়মন্ড হারবারের রবীন্দ্রভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতে কম্পিউটার তুলে দেওয়া হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের ব্যবস্থাপনায় এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পরিবহন প্রতিমন্ত্রী দিলিপ মন্ডল, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান অজিত নায়েক, বিধায়ক পান্নালাল হালদার ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান রাজশ্রী দাস শিক্ষক নেতা মইদুল ইসলামসহ বিশিষ্টজনেরা।
রাজ্যের পরিবহন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বলেন, এখন প্রতিটি স্কুলে অনলাইন কাজ করতে হয়। তাই যাতে কোন স্কুলকে সমস্যায় না পড়তে হয় সেজন্যই সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীসংখ্যার নিরিখে কম্পিউটার প্রদান করেন। ডায়মন হারবার লোকসভা কেন্দ্রের কেবল সাতটা বিধানসভার মধ্যে যে স্কুলগুলি আছে সেই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ১০০ জন হলে একটি করে কম্পিউটার ২০০ হলে দুটি কম্পিউটার ছাত্র সংখ্যা নিরীক্ষণে কম্পিউটার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ চেয়ারম্যান অজিত নায়েক, বলেন এই প্রথম প্রাথমিক ও এস এস কে ইস্কুলে জুনিয়র হাইস্কুলে কম্পিউটার প্রদান করা হয় আগে কেবলমাত্র হাইস্কুলে দেওয়া হতো সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি তার লোকসভা কে মডেল বানাতে চায় সেই কারণে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে এই কম্পিউটার ব্যবস্থা করেছেন পাশাপাশি তিনি বলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রত্যেকটি সাংসদ কে আমি ব্যক্তিগতভাবে বলব যাতে সমস্ত স্কুলের এভাবে কম্পিউটার দেওয়া হয়। এতে ইস্কুলের পক্ষে অনেকটাই বর্তমান আপডেট হতে পারে।

মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠাতে দেরি হওয়ায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: পথ দূর্ঘটনায় মৃত এক মহিলার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পাঠাতে পুলিশের দেরীর অভিযোগে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো মৃতের পরিবারের সদস্য সহ স্থানীয় মানুষ জন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, গত রবিবার জয়নগর থানার দূর্গাপুর এলাকায় একটি পথ দূর্ঘটনায় রেহানা সেখ নামে এক মহিলা গুরুতর আহত হন।স্থানীয় পদ্মেরহাট গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করার পরে বৃহস্পতিবার সকালে ঐ মহিলার মৃত্যু ঘটে। এদিকে পুরো ঘটনার পরে জয়নগর থানার পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর কাজ শুরু করে।
কিন্তু সেই কাজ দেরীর অভিযোগে জয়নগর থানায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন মৃতার বাড়ির লোকজন। মৃতার বাড়ি জয়নগর থানার বহড়ু টিবিরহাট এলাকায়।রমজান মাস শুরু হয়েছে।
তাই ময়নাতদন্তের পাঠাতে দেরী হওয়া মানতে না পেরে তাঁরা এদিন টিবির হাট মোড়ে কুলপি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রতিবাদে সামিল হন। ঘটনার খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশ গিয়ে অবরোধ কারীদের সাথে কথা বলে অবরোধ তোলেন।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের নতুন সভাপতি হলেন ড. গৌতম পাল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কল্যাণী

আপনজন: অধ্যাপক ড. গৌতম পাল ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের নতুন সভাপতি হলেন। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের গবেষক ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউজ লেটার ইনচার্জ ফারুক আহমেদ বৃহস্পতিবার ফিজিওলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. গৌতম পাল-এর দফতরে তাঁকে সংবর্ধনা দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এদিন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিওলজি বিভাগের উদ্যোগেও অধ্যাপক ড. গৌতম পালকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ফিজিওলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. শুভাশিস সাহু, পি. জি. ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল সেক্রেটারি ড. পিনাকী চট্টোপাধ্যায়, সহ অর্থ আধিকারিক অঞ্জন কুমার দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ফিজিওলজি বিভাগের গবেষক ও ছাত্রছাত্রীরা।
ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচিত হলেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সভাপতি অধ্যাপক ড. গৌতম পাল। শারীরবিদ্যার অধ্যাপক ড. গৌতম পাল আর্সেনিক নিয়ে গবেষণার জন্য ডিএসসি উপাধি পেয়েছিলেন। সারা ভারতে ফিজিওলজির অধ্যাপক হিসেবে একসঙ্গে পিএইচডি এবং ডিএসসি ডিগ্রি পাওয়ার কৃতিত্বও বিরল। এর আগে যাঁরা শতাধিক বর্ষের পুরনো বিজ্ঞান সংস্থার সভাপতির পদ অলংকৃত করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বোস, প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, অসীমা চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রমুখ। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল অধ্যাপক ড. গৌতম পালের নাম। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের দায়িত্ব সামলানোর আগে তিনি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্যের দায়িত্ব সামলেছেন, ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিনের পদেও আসীন ছিলেন তিনি। ছাত্র হিসেবে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়েছিলেন।

সাড়ম্বরে হল সুন্দরবন সাহিত্য উৎসব

কাজী হাফিজুল ● সুন্দরবন

আপনজন: সম্প্রতি টানা দুদিন ব্যাপী দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের শিবগঞ্জ জুনিয়র হাই স্কুল সংলগ্ন ধনঞ্জয় চম্পাবতী স্মৃতি সভাঘরে অনুষ্ঠিত হল নিউজ কলকাতা পরিবারের সুন্দরবন সাহিত্য উৎসব। অনুষ্ঠান শুরু হয় সন্ধ্যা সাতটা থেকে বক্তৃতা, কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, নাচ ,গান,শ্রুতি নাট্যর মধ্য দিয়ে রাত্রি দশটা পর্যন্ত চলে ।এদিন আশ্রমিক পরিবেশে বিদ্যালয়ের বহু ছাত্র-ছাত্রী নাচ,গান ও কবিতা পরিবেশন করে।কলকাতা সাগলগ্ন বহু জেলার এর অগণিত ভ্রমণ পিপাসী সাহিত্যপ্রেমী মানুষ আনন্দ ভাগ করে নেয় ।বক্তব্য রাখেন সুন্দরবন চম্পা মহিলা সোসাইটি কর্ণধর তথা শিক্ষারত্ন শিক্ষক অমল নায়েক। তিনি বলেন,আপনারা সুন্দরবন মানুষের সাথে যে মেলবন্ধন তুলে ধরেছেন তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। আমরা যে আজ অনুষ্ঠান করলাম তা হিন্দু,মুসলিম, খৃষ্টান সকলের ঐক্যবদ্ধ মার্ধমে আগামী দিনে সুন্দর দেশ গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

নন্দীগ্রামে তৃণমূলের শহিদ স্মরণ সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নন্দীগ্রাম

আপনজন: ২০০৭ সালের ১৪ মার্চ নন্দীগ্রামে জমি আন্দোলনে পুলিশি অভিযানে নিহত হয়েছিলেন ১৪ জন।তাঁদের স্মরণে নন্দীগ্রামের সোনাচূড়ায় শহিদ বেদি ও মিনার এবং গোকুলনগরে শহিদ বেদি তৈরি করা হয়েছে। দিনটি স্মরণ করতে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির তরফে শহিদ স্মরণ আয়োজন করা হয় বরাবর।যার নেতৃত্বে থাকতেন তৃণমূল এসইউসি-র স্থানীয় নেতৃত্ব।২০২০ সালে শুভেন্দু বিজেপিতে যাওয়ার পরে কয়েক বছর ধরে দিনটি পৃথকভাবে পালন করছে তৃণমূল ও বিজেপি।প্রতি বছরের মতো এবারেরও সভায় সংঘাত এড়াতে পুলিশ- প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পৃথকভাবে অনুষ্ঠানের সময় সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে।সকালে বিজেপি তরফে গোকুলনগরের অধিকারী পাড়ায় এবং সোনাচূড়ায় মিনারে স্মরণ সভা হয়।আর পরে তৃণমূলের তরফে গোকুলনগর এবং সোনাচূড়া কর্মসূচি হয়।১৭ বছর আগে ২০০৭ সালের এই দিনে অর্থাত্ ১৪ মার্চ রক্ত ঝরেছিল নন্দীগ্রামে।বাম জমানার পুলিশ আর সিপিএম হার্মাদের গুলিয়ে অকালে ঝরে গিয়েছিল ১৪টি নিরীহ প্রাণ।বাংলার রাজনৈতিক পালাবদলের ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই ঘটনা।নন্দীগ্রামের প্রতিটি শহিদকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।শ্রদ্ধা জানিয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।এদিন মুখ্যমন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, "ভুলতে পারি নিজের নাম,ভুলবো নাকো নন্দীগ্রাম"।একইভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন অভিষেকও।নন্দীগ্রাম দিবসে তৃণমূল নেত্রী বিশেষ বার্তা দিয়ে বলেন,"কৃষক দিবসে সকল কৃষক ভাইবোন ও তাঁদের পরিবারকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।
নন্দীগ্রামে কৃষিজমি আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে প্রতিবছর এই দিনটিকে আমরা 'কৃষক দিবস' হিসেবে পালন করি বৃহস্পতিবার নন্দীগ্রামে"তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী শহিদ মঞ্চ থেকে বিজেপির সম্ভাব্য প্রার্থী অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় এর বিরুদ্ধেই একাধিক অভিযোগ আনেন তিনি বলেন দু'দিন পরে ও রাজনীতি ছেড়ে দিলে কী করবেন?'
বৃহস্পতিবার নন্দীগ্রাম দিবসের মঞ্চ থেকে দেবাংশু বললেন, 'রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে ইতিহাস তৈরি করেছেন আপনারা। "ঠান্ডা ঘরে বসেছিলেন প্রার্থী হচ্ছেন।ভোট যদি ভুলে দিয়েও দেন আবার ভোট নিয়ে কলকাতায় ফিরে যাবেন। পাঁচ বছরে এদিকে আর ফিরেও তাকাবেন না। যদি বিজেপি পরআর্থী নির্বাচনে জিতে যান আর ৬ মাস পরে তিনি রাজনীতি ছাড়লে তখন সাংসদ হিসেবে তাকে পাবেন কোথায়?

সিএমওএইচ অফিসে টিবি রোগীদের খাদ্যবিলি নার্সিংহোম সংগঠনের

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বেসরকারি নার্সিংহোম এবং হসপিটাল গুলির সুরক্ষার জন্যই গড়ে উঠেছে প্রগ্রেসিভ নার্সিংহোম অ্যান্ড হসপিটাল অ্যাসোসিয়েশন । এই সংগঠন সারা বছর ধরে বিভিন্ন জনহিত কর কার্য করে থাকে। কখনো রক্তদান শিবির কখনো অসহায় দুস্থ পরিবারের পাশে দাঁড়ানো সহ বহু বিধ কাজ । করনার সময় পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে থেকে এই সংগঠন বহু সুনাম অর্জন করেছে। পূর্ব বর্ধমানের সি এম ও এইচ এর উদ্যোগে হয়ে শুরু হয়েছে টিবি রোগীদের পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ। পূর্ব বর্ধমান প্রগ্রেসিভ নার্সিংহোম অ্যান্ড হসপিটাল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বর্ধমান তিনকোনিয়া বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এ সিএমও এইচ অফিসে ১০০ জন দুস্থ টিবি রোগীকে পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করলো । বিগত এক বছর থেকে প্রতি মাসে ১০০ জন করে রোগীকে এই সংগঠনের পক্ষ থেকে টিবি রোগীদের পুষ্টিকর খাবার প্রদান করে আসছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সি এম ও এইচ অফিসের ডেপুটি টু সুবর্ণ গোস্বামী। পূর্ব বর্ধমান প্রগ্রেসিভ নার্সিংহোম অ্যান্ড হসপিটাল অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি শেখ আনিস ও সংগঠনের পূর্ব বর্ধমানের ট্রেজারার শেখ ফিরোজুল হক। সংগঠনের রাজ্য চেয়ারম্যান সেখ আলহাজ উদ্দিন বলেন তারা সারা বছর ধরে চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে মানুষের পাশে থাকেন। নার্সিংহোম এবং হসপিটাল এর বাইরে ও তারা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত আছেন। টিবি রোগীরা আমাদেরই সমাজের মানুষ । তাদের পাশে দাঁড়ানো দরকার। তারা পুষ্টিকর খাবার অভাবে ভুগছে। আমরা তাদের পাশে দাঁড়াতে পেরে আমরা নিজেদেরকে গর্বিত মনে করছি। আমরা এরকম কাজ সারা বছর ধরে করে আসছি। পূর্ব বর্ধমানের স্বাস্থ্য আধিকারিকরা এই কর্মকাণ্ডে প্রগ্রেসিভ নার্সিংহোম অ্যান্ড হসপিটাল অ্যাসোসিয়েশনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

মাস্কেট সহ ধৃত দুই জলঙ্গিতে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গী ব্লকের সাগর পাড়া ও জলঙ্গী থানার পুলিশের হাতে মাসকেট ও গুলি সহ গ্রেফতার হয় দুই ব্যক্তি।সাগর পাড়া থানার কাকমারি চর ব্রিজের কাছে থেকে সরিফ বিশ্বাস এক ব্যক্তিকে আটক করে তল্লাশি করলে তার কাছে একটি মাসকেট ও পাঁচ রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয় ঘটনায় ধৃতকে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন চেয়ে জেলা আদালতে তোলা হয়।অপর দিকে জলঙ্গি থানার দক্ষিণ ঘোষপাড়া এলাকার ফারুক সেখ নামের এক যুবককে আটক করে তল্লাশি করলে তার কাছ থেকে একটি ১২ বরের মাসকেট সহ এক রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়।ধৃত কে পুলিশি হেফাজতের আবেদন চেয়ে জেলা আদালতে তোলা হয় এদিন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ মীনাক্ষীর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাঁকুড়া

আপনজন: কোতুলপুরে এসে বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ করলেন মীনাক্ষী মুখার্জী ।
বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুরের চোরকলা মোড়ে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন বাঁকুড়া জেলা কমিটির উদ্যোগে মইদুল মিদ্যার স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখার্জী।
সিএএ প্রসঙ্গে মীনাক্ষী মুখার্জী বলেন, নির্দিষ্ট কয়েকটি ধর্মের বিরুদ্ধে বিজেপি দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করছে, তাই ভারতবর্ষে সিএএ ইমপ্লিমেন্ট হতে দেওয়া যাবে না।
বীরভূমের তৃণমূল নেতা কাজল শেখের ভোটের আগে হুঁশিয়ারি প্রসঙ্গে বলেন, কাজল শেখ কে বলবেন সন্দেশখালির ভিডিও ক্লিপিং কিন্তু এখনো টিভিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে আপনি একটু দেখে নেবেন।

মথুরাপুরে জনসংযোগে তৃণমূল প্রার্থী

বাবলু প্রামানিক ● মথুরাপুর

আপনজন: মাত্র ৩৮ বছর বয়সে লোকসভার প্রার্থী শাসকদলের বাপি হালদার। মথুরাপুর তফসিলি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী। ঘোষনা ব্রিগেড থেকে করলেন মুখ্যমন্ত্রী। রায়দিঘি বিধানসভার মথুরাপুর এক নম্বর ব্লকের কৃষ্ণচন্দ্রপুর এলাকায় বাড়ি, প্রথমে কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, সেখান থেকে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদের জয়লাভ, যুব তৃণমূলের সভাপতি দক্ষিণ ২৪ পরগনা, জেলার খাদ্যের কর্মাধ্যক্ষ, আর শেষ মেস ২০২৪ লোকসভায় মথরাপুর তপশিলি কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদার বামনগাছি স্কুল মাঠ থেকে মথুরাপুর রেলস্টেশন পর্যন্ত পায়ে হেঁটে প্রচার করছে। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদারের দাবি চার লক্ষ অধিক ভোটে জয়ী হবে।

সংবর্ধনা প্রদান করা হল সোনা জয়ী আদিবাসী ছাত্রকে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: গত ৯ই মার্চ মুর্শিদাবাদ এর বহরমপুরে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের রাজ্যস্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় হাই জাম্পে প্রথম স্থান দখল করে স্বর্ণপদক জয় করে বেলবুনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র শিবলাল টুডু। বৃহস্পতিবার সিপিআইএম রাজনগর এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে সোনা জয়ী শিবলাল টুডুকে সংবর্ধনা প্রদান করা হল। ফুলের তোড়া , উপহারসামগ্রী ও আর্থিক সাহায্য করা হয় বলে সিপিআইএমের তরফে জানা গিয়েছে। উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম বীরভূম জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য শীতল বাউরি, জেলা সদস্য শুকদেব বাগদি, রাজনগর ব্লক এরিয়া কমিটির সম্পাদক উত্তম মিস্ত্রি, সিপিআইএম নেতা সামিউল আক্তার, কালো কোড়া, পানশ্বর হেমব্রম সহ অন্যান্যরা।

টাইব্রেকারে আতলেতিকোর কাছে হেরে বিদায় ইন্টার মিলানের

আপনজন ডেস্ক: আতলেতিকো মাদ্রিদ ২ : ১ ইন্টার মিলান (দুই লেগ মিলিয়ে ২ : ২ সমতার পর টাইব্রেকারে আতলেতিকো জয়ী)
লাওতারো মার্তিনেজ শটটা রাখতে চেয়েছিলেন জালে। কিন্তু জোরের সঙ্গে নেওয়া পেনাল্টি শটটা শুধু গোল বারের ওপর দিয়ে মাঠই ছাড়া হলো না, ইন্টার মিলানকেই পাঠিয়ে দিল চ্যাম্পিয়নস লিগের বাইরে।
দুই লেগ মিলিয়ে অনেকটা সময় এগিয়ে থাকার পরও টাইব্রেকারে ৩-২ ব্যবধানে হেরে চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলো থেকেই বিদায় নিল গতবারের ফাইনালিস্ট ইন্টার মিলান।
গত আসরে ফাইনাল খেলা ইন্টার বুধবার আতলেতিকোর মাঠে নেমেছিল এগিয়ে থেকেই। প্রথম লেগে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থাকা দলটি দ্বিতীয় লেগের ৩৩ মিনিটে ব্যবধান বানিয়ে নিয়েছিল ২-০। কিন্তু নিজেদের মাঠে উজ্জীবিত আতলেতিকো দুটি গোলই শোধ দিয়ে ম্যাচ নিয়ে যায় অতিরিক্ত সময়ে। যেখানে দুই দলেরই আর কোনো গোল না হলে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে।
স্নায়ুচাপের সেই লড়াইয়ে ইন্টারের হয়ে শট মিস করেন মার্তিনেজ, আর অ্যালেক্সিস সানচেজ ও ডেভি ক্লাসেনের শট আটকে দেন আতলেতিকো গোলকিপার ইয়ান ওবলাক। বিপরীতে আতলেতিকোর প্রথম চার শটের তিনটিই জালে গেলে পঞ্চম শটের আগেই জয় নিশ্চিত হয়ে যায় তাদের।
এ নিয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগে তিনটি পেনাল্টি শুটআউটে জিতল আতলেতিকো। যে কীর্তি আর কোনো দলের নেই।
শুরু থেকে আক্রমণ, প্রতি আক্রমণে জমে ওঠা ম্যাচে ৩৩ মিনিটে ইন্টার গোল পায় ফেদেরিকো দিমারকোর মাধ্যমে। নিকোলা বারেল্লার বাঁ দিক থেকে বক্সে বাড়ানো বল জালে পাঠান ইতালিয়ান এই ডিফেন্ডার।
প্রথম লেগে এক গোলে এগিয়ে থাকায় দুই লেগ মিলিয়ে ইন্টার এগিয়ে যায় ২-০ গোলে। তবে আতলেতিকো ম্যাচে টিকে থাকার জানান দেয় দুই মিনিটের মধ্যেই। কোকের কাছ থেকে পাওয়া বল আঁতোয়ান গ্রিজমান নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় পাঠিয়ে দেন জালে।
৫২ মিনিটে দ্বিতীয় গোলের সম্ভাবনাও তৈরি করেছিলেন এই ফরাসি তারকা। তবে ইন্টার গোলকিপার ইয়ান সোমার পা দিয়ে তা আটকে দেন।
ম্যাচে আতলেতিকো সমতার গোলটি পায় ৮৭ মিনিটে। কোকের কাছ থেকে পাওয়া বলে গোল করেন মেম্ফিস ডিপাই।
এরপর ম্যাচ ২-২ সমতায় অতিরিক্ত সময়ে গড়ালে শেষ পর্যন্ত যায় টাইব্রেকারে।
ডর্টমুন্ড ২ : ০ আইন্দহফেন (দুই লেগ মিলিয়ে ডর্টমুন্ড ৩ : ১ ব্যবধানে জয়ী)
এ দিকে জার্মানিতে চ্যাম্পিয়নস লিগ শেষ ষোলোর আরেক লড়াইয়ে পিএসভিকে হারিয়ে শেষ আটে জায়গা করে নিয়েছে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। দুই দলের প্রথম লেগে ছিল ১-১ সমতা। আজ সিগনাল এদুনা পার্কে দ্বিতীয় লেগে হয় দুটি গোল, দুটিই ডর্টমুন্ডের। তৃতীয় মিনিটে জোদান সানচো আর ৯৫তম মিনিটে মার্কো রয়েস ডর্টমুন্ডকে জয়ের গোল দুটি এনে দেন।

গোলের সঙ্গে চোটও পেলেন মেসি

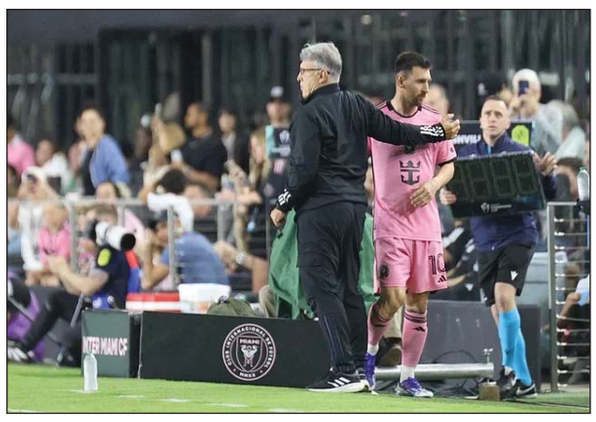

আপনজন ডেস্ক: কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপে আজ শেষ ষোলো পর্বের ফিরতি লেগে ন্যাশভিলকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে ইন্টার মায়ামি। দুই লেগ মিলিয়ে ৫-৩ গোলের জয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে গেছে মায়ামি। প্রথম লেগের মতো আজ ফিরতি লেগেও গোল পেয়েছেন মায়ামি তারকা লিওনেল মেসি। গোল করিয়েছেন সতীর্থ লুইস সুয়ারেজকে দিয়েও।
তবে ম্যাচের ৫০ মিনিটে মাঠ ছেড়ে দিয়ে ভ্রুকুটির জন্মও দিয়েছেন মেসি। আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির উঠে যাওয়া দেখে অনেকে হয়তো ভেবেছেন চোট পেয়েছেন। সে ধারণাটাই শেষে সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম 'মায়ামি হেরাল্ড' জানিয়েছে, ম্যাচ শেষে মেসির চোটের ব্যাপারটি নিশ্চিত করেছেন মায়ামি কোচ জেরার্দো মার্তিনো। ডান পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে টান অনুভব করেছেন মেসি। অস্বস্তি বোধ করায় তাঁকে তুলে নিয়ে রবার্ট টেলরকে বদলি নামান মার্তিনো।
মায়ামি ভক্তদের জন্য খারাপ খবরও আছে। শনিবার মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) ডিসি ইউনাইটেডের মুখোমুখি হবে মায়ামি। মায়ামি হেরাল্ড জানিয়েছে, এ ম্যাচে মেসিকে পাওয়ার আশা করছেন না মার্তিনো।
ম্যাচের ৫০ মিনিটে মেসিকে তুলে নেন মায়ামি কোচ মার্তিনো
ম্যাচের ৫০ মিনিটে মেসিকে তুলে নেন মায়ামি কোচ মার্তিনোএএফপি
মেসিকে আজ মাঠ থেকে তুলে নেওয়ার ব্যাখ্যায় মার্তিনো বলেন, 'আমরা কোনো ঝুঁকি নিতে চাইনি। সে আরেকটু সময় খেলতে পারে কি না, সেটা বোঝার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু সে অস্বস্তি বোধ করায় মাঠ থেকে তুলে নিই।' ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে মেসির খেলার সম্ভাবনা নিয়ে মার্তিনো বলেছেন, 'ঝুঁকি নিতে চাই না। তবে আমার মনে হয় শনিবারের ম্যাচে তাকে পাওয়া যাবে।'
মায়ামির হয়ে মৌসুমের প্রথম চার ম্যাচেই পুরো ৯০ মিনিট খেলেছেন মেসি। ৩৬ বছর বয়সী এ ফরোয়ার্ড গত রোববার মন্ট্রিয়লের বিপক্ষে ম্যাচে বিশ্রাম পেয়েছিলেন। আগামীকাল অনুশীলন সেশন আছে মায়ামির। এরপর ওয়াশিংটন ডিসির উদ্দেশে রওনা হবে মার্তিনোর দল।
জর্ডানের, মেসি-রোনালদো কোথায় শনিবার ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে ম্যাচের পর আর্জেন্টিনা জাতীয় দলে যোগ দেবেন মেসি। কোপা আমেরিকার প্রস্তুতি হিসেবে ফিলাডেলফিয়ায় ২২ মার্চ এল সালভাদর এবং লস অ্যাঞ্জেলেসে ২৬ মার্চ কোস্টারিকার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম 'ইউএসএ টুডে' জানিয়েছে, এ সময় মায়ামির হয়ে দুটি ম্যাচে মেসির না খেলার সম্ভাবনাই বেশি। ২৩ মার্চ নিউইয়র্ক রেড বুলসের বিপক্ষে ম্যাচটি খেলতে পারবেন না সম্ভবত জাতীয় দলের দায়িত্ব পালনের কারণে। আর ৩০ মার্চ নিউইয়র্ক সিটি এফসির বিপক্ষে ম্যাচে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে।

গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে থিরিমান্নে

আপনজন ডেস্ক: শ্রীলঙ্কার সাবেক অধিনায়ক লাহিরু থিরিমান্নে দেশটির উত্তরাঞ্চলের শহর অনুরাধাপুরার কাছে গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। থিরিমান্নে যে গাড়িতে ছিলেন, তার সঙ্গে উল্টো দিক থেকে আসা একটি লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় আজ সকালে।
ক্রিকেট বিষয়ক সংবাদমাধ্যম ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, থিরিমান্নের চোট ঠিক কতটা, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে অনুরাধারপুরার টিচিং হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে।
থিরিমান্নের গাড়িতে থাকা আরও এক ব্যক্তি চিকিৎসা নিতে একই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।
ইএসপিএনক্রিকইনফো আরও জানিয়েছে, তীর্থযাত্রায় যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার শিকার হয় থিরিমান্নের গাড়ি। শ্রীলঙ্কায় চলমান লিজেন্ডস ক্রিকেট ট্রফিতে নিউইয়র্ক সুপারস্টার স্ট্রাইকার্সের হয়ে খেলছেন থিরিমান্নে। শ্রীলঙ্কার ওয়েব পোর্টাল 'নিউজওয়্যার' থিরিমান্নের দুর্ঘটনা নিয়ে নিউইয়র্ক সুপারস্টার স্ট্রাইকার্স বিবৃতি প্রকাশ করেছে। ফ্র্যাঞ্চাইজিটি জানিয়েছে, 'পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে একটি মন্দিরে যাওয়ার সময় গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হন থিরিমান্নে। তাঁদের সবাইকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আমরা সৌভাগ্যবশত নিশ্চিত করতে পারছি, সবাই নিরাপদ এবং সুস্থ আছেন।'
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে থিরিমান্নের অভিষেক ২০১০ সালে। শ্রীলঙ্কার হয়ে ৪৪ টেস্ট, ১২৭ ওয়ানডে ও ২৬টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন থিরিমান্নে। ২০২২ সালের মার্চে শ্রীলঙ্কার হয়ে সর্বশেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন থিরিমান্নে। সেটি ছিল বেঙ্গালুরুতে ভারতের বিপক্ষে টেস্ট ম্যাচ। শ্রীলঙ্কার হয়ে তিনটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, দুটি ওয়ানডে বিশ্বকাপ ও দুটি এশিয়া কাপেও খেলেছেন থিরিমান্নে। ২০১৪ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও এশিয়া কাপ দুটোই জিতেছেন তিনি। সে বছর এশিয়া কাপে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক ছিলেন, পেয়েছিলেন টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি। গত বছর জুলাইয়ে ক্রিকেট ছাড়েন থিরিমান্নে।

সবচেয়ে বেশি আয় মাইকেল জর্ডানের

আপনজন ডেস্ক: অ্যারন ফিঞ্চের অবসরের পর টি-টোয়েন্টিতে স্থায়ী অধিনায়কের নাম ঘোষণা করেনি অস্ট্রেলিয়া। ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক দিয়েই কাজ চালিয়েছে। কখনো সেটা সামলেছেন মিচেল মার্শ, কখনো ম্যাথু ওয়েড। যদিও মার্শের ওপরই দায়িত্ব ছিল বেশি।
সর্বশেষ নিউজিল্যান্ড সিরিজে অন্য দুই সংস্করণের অধিনায়ক প্যাট কামিন্স দলে ফেরার পরও অধিনায়কত্ব করেছেন মার্শই। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও যে মার্শই নেতৃত্ব দিতে যাচ্ছেন, সেই ইঙ্গিত তখনই পাওয়া গিয়েছিল। আজ অস্ট্রেলিয়ার কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ডও জানিয়েছেন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক থাকছেন মার্শ।
নিউজিল্যান্ড সিরিজের আগে দক্ষিণ আফ্রিকা ও দেশের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়কত্ব করেছেন মার্শ। তবে কামিন্স সে দুটি সিরিজে ছিলেন না। আবার মার্শের অনুপস্থিতিতে বিশ্বকাপের পর ভারত সিরিজে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেন ওয়েড। তবে আজ অস্ট্রেলিয়ার কোচ ম্যাকডোনাল্ড যা বলেছেন, এরপর আর নেতৃত্ব নিয়ে সন্দেহ থাকার কথা নয়।
ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন, 'আমার মনে হয় মিচের (মার্শ) কাছেই যাচ্ছে নেতৃত্বটা। ও যেভাবে দল চালাচ্ছে, তাতে আমরা খুশি এবং সন্তুষ্ট। আমরা মনে করছি, বিশ্বকাপের জন্য মার্শই নেতা, আমার মনে হয় এটা সময় হলে জানা যাবে।'

আমি প্রতিপক্ষ হলে স্মিথকে ওপেনিংয়েই চাইতাম: টিম পেইন

আপনজন ডেস্ক: মাত্র ৪ টেস্ট দিয়েই কোনো ওপেনারকে বিচার করা ঠিক হবে না। কিন্তু ব্যাটসম্যানের নাম যখন স্টিভেন স্মিথ, তখন তাঁর কাছ থেকে যেকোনো পজিশনে বড় ইনিংস প্রত্যাশা করাই স্বাভাবিক। স্মিথ এখন পর্যন্ত সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি।
বন্ধুপ্রতিম সতীর্থ ডেভিড ওয়ার্নারের অবসরের পর টেস্টে সদিচ্ছায় তাঁর জায়গা নিয়েছেন স্মিথ। মানে, ব্যাটিং অর্ডারের যে পজিশনে তিনি সবচয়ে সফল (গড় ৬১.৫০), সেই ৪ নম্বর জায়গা ছেড়ে হয়ে গেছেন ওপেনার। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ওপেন করতে নেমে স্মিথ ৮ ইনিংসে করেছেন ১৭১ রান, ব্যাটিং গড় ২৮.৫০; যা তাঁর টেস্ট ক্যারিয়ার গড়ের (৫৬.৯৭) প্রায় অর্ধেক।
সদ্য সমাপ্ত নিউজিল্যান্ড সফরের টেস্ট সিরিজে স্মিথ ওপেনিংয়ে নেমে আরও ভুগেছেন। মাত্র ১২.৭৫ গড়ে করেছেন ৫১ রান। স্বাভাবিকভাবেই তাই ওপেনার স্মিথের সমালোচনা হচ্ছে।
অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক ও স্মিথের একসময়ের সতীর্থ টিম পেইন তো তাঁকে খোঁচাই মেরেছেন। নারী কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়কত্ব হারানো ও দল থেকে চিরতরে বাদ গড়া পেইন ইএসপিএনের 'অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট' অনুষ্ঠানে বলেছেন, 'আমি বিষয়টি নিয়ে ভেবেছি, যদি আমি অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলতাম, তাহলে স্টিভ স্মিথকে কোন পজিশনে ব্যাটিংয়ে দেখতে চাইতাম? আমি প্রতিপক্ষ হলে স্মিথকে ওপেনিংয়েই চাইতাম।'
স্মিথকে খোঁচা দিলেও ওপেনিংয়ে তাঁর সাফল্যও কামনা করেছেন পেইন। একই সঙ্গে এটাও জানিয়েছেন, প্রতিপক্ষ দলে খেললে কেন স্মিথকে ওপেনিংয়ে দেখতে চাইতেন, 'আমি ওকে সফল ওপেনার হিসেবে দেখতে চাই। আমি মনে করি, ও পারবে (সফল হবে)। যেকোনো পজিশনে ওর ভালো ব্যাটিং করার সামর্থ্য আছে। কিন্তু বিপক্ষ দলে খেললে আমি ওকে ওপেনার হিসেবে চাইতাম। কারণ, ওকে আউট করার সেরা সুযোগ থাকত। শুরুতেই আমি আমার সেরা বোলারদের পুরোপুরি চাঙা অবস্থায় পেতাম। একদম নতুন বলে ওদের (স্মিথের সামনে) নিয়ে আসতাম।'
স্মিথ ওপেনিংয়ে উঠে আসায় বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার ৪ নম্বর পজিশনে ব্যাট করছেন ক্যামেরন গ্রিন। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়েলিংটন টেস্টে চারে নেমে ১৭৪ রানের অসাধারণ এক ইনিস উপহার দিয়েছেন গ্রিন।
স্মিথকেও এই পজিশনে এমন ব্যাটিং করতে দেখেছেন জানিয়ে ২০১৯ অ্যাশেজের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন পেইন, '২০১৯ অ্যাশেজে আমিও ছিলাম, ওর (স্মিথের) সঙ্গে ইংল্যান্ডে গিয়েছিলাম। ৪ নম্বর পজিশনে ও তখন সেরা ছন্দে ছিল। মনে হচ্ছিল, ওকে কেউ আউট করতে পারবে না।'
আগামী আট মাস অস্ট্রেলিয়া টেস্ট ক্রিকেট থেকে দূরে থাকবে। দলটির পরবর্তী টেস্ট ম্যাচ আগামী নভেম্বরে ঘরের মাঠে ভারতের বিপক্ষে। যশপ্রীত বুমরা, মোহাম্মদ শামি, মোহাম্মদ সিরাজদের নিয়ে গড়া ভারতের দুর্দান্ত পেস বিভাগও স্মিথকে শুরুতে বেকায়দায় ফেলতে চাইবে।
তবে স্মিথকে চারে ফিরে না গিয়ে ওপেনিংয়েই থাকার পরামর্শ পেইনের। অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে তিনি বলেছেন, 'আমার মনে হয় না কোনো কিছু বদলে গেছে। স্মিথ সম্ভবত অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলা এমন তিন বা চার খেলোয়াড়ের একজন, যে যখন যা করতে চায়, সেটা করতে পারে। আমার মতে, ও যেখানে চায় সেখানে ব্যাট করার অধিকার অর্জন করেছে এবং অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ওপেনার হিসেবে দারুণ কিছু করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। আমার মনে হয়, ও সুযোগটা কাজে লাগাবে এবং পরবর্তী গ্রীষ্মে ওকে প্রভাব বিস্তার করে খেলতে দেখা যাবে।'

'এত বছর খেলেও কোনো উন্নতি নেই অশ্বিনের'

আপনজন ডেস্ক: মায়েরা এমন বলেন! আর রবিচন্দ্রন অশ্বিনের মতো পরীক্ষার ফল দুটো হুবহু এক হলে তো কথাই নেই। ক্যারিয়ারের প্রথম টেস্ট ও শততম টেস্টে অবিকল একই পারফরম্যান্স করেছেন অশ্বিন।
নিজের অভিষেক টেস্টে দুই ইনিংস মিলিয়ে ৯ উইকেটে ১২৮ রান দেওয়া অশ্বিন সম্প্রতি তাঁর শততম টেস্টেও নেন ৯ উইকেট আর খরচ করেন ১২৮ রান। এই দুই টেস্টে ব্যাট হাতে কোনো রানও করতে পারেননি অশ্বিন।
একবার ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে আউট হন ০ রানে। নিজের এই বিরল রেকর্ড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে শেয়ার দিয়ে অশ্বিন জানিয়েছেন, এত বছর পরেও পারফরম্যান্স একই থাকলে তাঁর মা কী বলতে পারেন!
অশ্বিনের টেস্ট অভিষেক ২০১১ সালে, দিল্লিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। আর তিনি শততম টেস্ট খেলতে নামেন গত ৭ মার্চ, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ধর্মশালায়। দুই ম্যাচের পারফরম্যান্সে মিল থাকলেও ইনিংসের পারফরম্যান্সে ভিন্নতা আছে।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে অভিষেক টেস্টে প্রথম ইনিংসে নিয়েছিলেন ৩ উইকেট, দ্বিতীয় ইনিংসে ৬টি। ধর্মশালায় প্রথম ইনিংসে উইকেট নেন ৪টি, দ্বিতীয় ইনিংসে ৫টি। এরপরও দুই ইনিংসে রান আর উইকেট যে এক-সেটাই বা কম কীসে! আর ব্যাট হাতে ০ রানে ফেরাতেও যে মিল আছে।

ফিলিস্তিন ফুটবলের 'লায়ন'কেও মেরে ফেলল ইসরায়েলি বাহিনী

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিন ফুটবল ফেডারেশন জানিয়েছে, তাদের জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার মোহাম্মদ বারাকাত ইসরায়েলি বিমান হামলায় গাজা উপত্যকায় নিহত হয়েছেন। গাজার দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর খান ইউনিসে গত সোমবার বিমান হামলায় নিজ বাসায় নিহত হন ৩৯ বছর বয়সী সাবেক এই ফরোয়ার্ড। বার্তা সংস্থা এপি জানিয়েছে, সতীর্থদের কাছে বারাকাত 'দ্য লায়ন' বা 'সিংহ' নামে পরিচিত ছিলেন। কেউ কেউ তাঁকে 'খান ইউনিসের কিংবদন্তি' নামেও ডাকতেন। ফিলিস্তিন জাতীয় দলে ৩টি ম্যাচ খেলার পাশাপাশি সৌদি আরব, জর্ডান এবং গাজায় ক্লাব ফুটবলে খেলেছেন বারাকাত। গাজা প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব শাবাব খান ইউনিসে ২০১৫ সালে ক্যারিয়ার শুরু বারাকাতের। গাজার প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে একটি ক্লাবের হয়ে ন্যূনতম ১০০ গোলের রেকর্ডটি বারাকাত এই শাবাব খান ইউনিস ক্লাবের হয়েই গড়েছিলেন। ফিলিস্তিন ফুটবল ফেডারেশনের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রোজার প্রথম দিনে ইসরায়েলি বিমান হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন বারাকাত। তুরস্কের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা 'আনাদোলু এজেন্সি' জানিয়েছে, গাজায় ইসরায়েলি হামলায় বারাকাতসহ এ পর্যন্ত মোট ১৫৮ জন ক্রীড়াবিদ নিহত হলেন। গত অক্টোবর থেকে করা এই হিসাব অনুযায়ী নিহত ফুটবলারের সংখ্যা ৯১। বার্তা সংস্থাটি ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের একটি হিসাবও জানিয়েছে—গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলি হামলায় ফিলিস্তিনে এ পর্যন্ত ২২টি খেলাধুলার স্থাপনা ধ্বংস হয়েছে এবং পাঁচজন ক্রীড়াবিদকে আটকও করে রাখা হয়েছে। ফিলিস্তিন জাতীয় দলে ফুটবল খেলার পাশাপাশি দেশটির বিচ ফুটবল দলের হয়ে এশিয়ান বিচ গেমসে ব্রোঞ্জ জিতেছেন বারাকাত। সে টুর্নামেন্টে চারটি গোল করেছিলেন তিনি। ২০২৩-২৪ মৌসুমেও আহলি গাজার হয়ে খেলা চালিয়ে যাচ্ছিলেন বারাকাত। ক্লাবটির হয়ে সর্বশেষ গোল করেছিলেন গত আগস্টে।

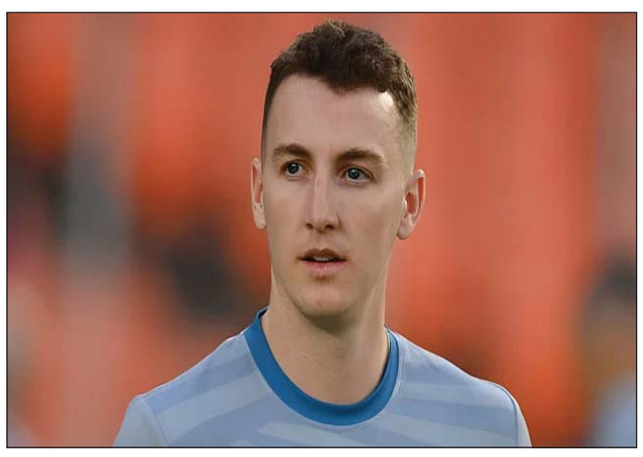

গত মাসে দাদি পলিনকে হারিয়েছেন হ্যারি ব্রুক। পরিবার সে শোক এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। পরিবারের পাশে থাকতে তাই এবার আইপিএলে খেলবেন না ব্রুক। দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে এবারের আইপিএল খেলার কথা ছিল ব্রুকের। ২৫ বছর বয়সী ইংল্যান্ডের এ ব্যাটসম্যানকে গত ডিসেম্বরে ৩ লাখ ৮০ হাজার পাউন্ডে (৪ কোটি রুপি) কিনেছিল দিল্লি।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**